BOOK-KEEPING

IN BENGALI

FOR THE USE OF

Mahajans, Schools and Pathashalas.

EDITED BY

Santosh Nath Sett,

LUCKESERAI,

MONGHYR.

বাঙ্গলা ভাষায়

মহাজনী-হিসাব

— লিখন-প্রণালী।

“মহাজনসখা”-প্রণেতা

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত

এবং

লক্ষ্মীসরাই হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

 মূল্য ১৲ টাকা।

সূচীপত্র।

পত্রাঙ্ক—

প্রথম বিভাগ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

পরিশিষ্ট।

BOOK-KEEPING

IN BENGALI

FOR THE USE OF

Mahajans, Schools and Pathashalas.

EDITED BY

Santosh Nath Sett,

LUCKESERAI,

MONGHYR.

বাঙ্গলা ভাষায়

মহাজনী-হিসাব

— লিখন-প্রণালী।

“মহাজনসখা”-প্রণেতা

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত

এবং

লক্ষ্মীসরাই হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ টাকা।

কলিকাতা,
বহুবাজার, ১৪ নং মদন বড়াল লেনস্থ
লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে,
শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

—:o:—

বঙ্গের ধনী, মহাজন, সওদাগর, আড়তদার,

দোকানদার ও ব্যবসায়ীদিগের হস্তে

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনীত

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

ভূমিকা।

"মহাজন-সখা" প্রকাশের পর বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় Book-keeping বা খাতাপত্র ও হিসাব-রাখার প্রণালী আজ পর্য্যন্ত বিশদভাবে কেহ প্রকাশিত করেন নাই। এবিষয়ে বাঙ্গালী মহাজনদিগের একটী বিশেষ অভাব রহিয়াছে। সেই অভাব দূর করিবার জন্যই এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। "মহাজন-সখা" প্রকাশের পর যেমন সকল মহাজনে আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও উহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, আশা করি, এই পুস্তকখানির দ্বারাও তাঁহারা সেইরূপ বিশেষ উপকৃত হইবেন। পুস্তকখানি যেরূপ-ভাবে, যেরূপ প্রণালীতে ও যেরূপ ভাষায় লিখিত হইল, তাহাতে শিক্ষানবীশ ও সুকুমার বালকদিগেরও পাঠের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি। হাতে কলমে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এই পুস্তকে তাহাই সরলভাবে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। ইহাপেক্ষা যদি কেহ কিছু জানেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে, সাদরে গ্রহণ করিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণে যথাসাধ্য সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব। আমার লোকবল ও অর্থবল নাই; নহিলে এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হইলে ইহার বহুলপ্রচার হইত। যদি কোন সদাশয় ও উদ্যোগী ব্যক্তি এই দরিদ্র লেখকের পুস্তকখানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে চেষ্টা ও আনুকূল্য করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ইতি—

চন্দননগর,
হাং মোকাম লক্ষ্মীসরাই।

বিনীত
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

সূচীপত্র।

পত্রাঙ্ক—

প্রথম বিভাগ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

পরিশিষ্ট।

শ্রী শ্রীগণেশায় নমঃ।

মহাজনী হিসাব

লিখন-প্রণালী।

প্রথম বিভাগ।

ব্যবসায় করিতে হইলে, অগ্রে খাতা-পত্র কি করিয়া রাখিতে হয়, তাহা শিক্ষা করা দরকার, অথবা পাকা মুহুরী একজন রাখা আবশ্যক। খাতা-পত্র ঠিকভাবে রাখিতে না পারিলে ব্যবসায়ের আদান-প্রদান, আয় ব্যয়—দেনা পাওনা, তাগাদা প্রভৃতি ঠিক থাকে না।

ইংরাজি ভাষায় দুই তিন রকমের Book-Keeping এর পুস্তক আছে; তাহা পাঠ করিয়া পরীক্ষা দিয়া পাশ করিলে, তবে গবর্ণমেণ্টের আপিসে Accounts বিভাগে চাকরি পাওয়া যায়। ইংরাজি হিসাবে খাতা-পত্র রাখার সর্ব্বত্র এক নিয়ম। বাঙ্গালায় স্থানবিশেষে ও দেশভেদে কিছু কিছু তফাৎ আছে;—তা'ছাড়া ইংরাজি খাতার একটু বিশেষ সুবিধা আছে;—সব ছাপান column বা item থাকে,—কেবল form fill up করিলেই কার্য্য হয়! যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা ঐ columnগুলি দেখিলে বুঝিতে পারেন যে কোন্‌টীতে কি লিখিতে হইবে। তবে কতকগুলি বিষয় যাহা শক্ত হয়, তাহা উপরওয়ালার নিকট বুঝাইয়া লইতে হয়।

বাঙ্গালা খাতায় তাহা হইবার উপায় নাই; একেবারে বাঁধা—সাদা খাতা। শ্রীশ্রীদুর্গা হইতে পত্তন করিয়া, পত্রাঙ্ক, ফিরিস্তি, সূচিপত্র, প্রভৃতি লিখিয়া, শেষে যে খাতায় যেরূপ লিখিতে হয়—সেইরূপ প্রণালীতে লিখিতে হইবে।

ইংরাজদিগের আপিসে, অনেক ভাল ভাল শিক্ষিত হিসাব-রক্ষক মহাশয়েরা, নূতন নূতন সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়া আপিসওয়ালাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে এমন দুই চারিটী আপিস আছে—যাহারা লোকের হিসাব পরীক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে Auditors office বলে। এই সকল আপিসে খুব ভাল ভাল মোটা মাহিয়ানার হিসাব-রক্ষক আছেন। আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এমন সূক্ষ্ম হিসাব আমাদের বাঙ্গালাতে নাই।

আমাদিগের মুহুরীদিগের কথা।

আমাদের বাঙ্গালী মুহুরী মহাশয়েরা সেই মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ হিসাব রাখিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, এবং নূতন কর্ম্মচারীদিগকেও সেই ভাবে শিক্ষা দিতেছেন। তাহাপেক্ষা মাথা ঘামাইয়া, কোন সহজ উপায় বাহির করিতে চেষ্টা করেন না, বা চালাইতে চাহেন না। বাঙ্গালীর হিসাব বা খাতা-পত্র অনেকের প্রত্যহ প্রস্তুত হয় না। সময়াভাবে, লোকাভাবে বা আলস্যে কার্য্যের জের পড়িয়া থাকে। এমন কি, ১০।১৫ দিন হয়ত তহবিল মেল করা হয় না! হটাৎ প্রধান মুহুরী চলিয়া যাইলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, অন্য লোক আসিয়া হিসাব-পত্র বুঝিতে পারেন না। কেননা, নানা-ধরণের কাণটুকি, কপালটুকি, হাওলাতি খাতার পৃষ্ঠে লেখা, নোটবুকে লেখা, কতক মনের মধ্যে থাকা, ইত্যাদি কারণে খাতায় ঠিক জমা খরচ না হওয়াতে, নূতন কর্ম্মক্ষম লোকও আসিয়া কিছুই বুঝিতে পারেন না।

আমাদের দোষ কি?

অনেক স্থানে আমরা দেখিয়াছি যে, উপযুক্ত কর্ম্মচারী থাকা সত্বেও তাহাদের দৈনিক কার্য্য, মজুত মালের মিল, বাৎসরিক মোনাফা প্রভৃতি হয় না। এমন কি—এইরূপ ভাবে দুই পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। ইহাতে

পাওনা টাকা অনাদায় হয়; বাকী টাকার নালিশ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়; অনেক মালপত্র লোকসান হয়; দোকানের চুরি বৃদ্ধি পায়; অংশীদার মহাশয়েরা লাভ লোকসান বুঝিতে না পারায় কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়; দোকানের Credit নষ্ট হইয়া যায়; শেষে মামলা মকর্দ্দামায় বার-ভূতে দোকান ছারখার করিয়া দেয়।

আমাদের কথা।

বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত Book-keeping সম্বন্ধে কোন ভাল পুস্তক বাহির হয় নাই। এ বিষয়ে কাহারও চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখি নাই। পাকা মুহুরী মহাশয়েরা, প্রায় অধিকাংশই লেখা-পড়া কম জানেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদের দখল নাই, কাজেই কোন উচ্চ-বাচ্য করেন না। আজ কাল এইরূপ ধরণের একখানি পুস্তক বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি-শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষার খাতা-পত্র কিছুই বুঝেন না, অথচ নূতন ব্যবসায় করিতে গিয়া অনেক বিষয়ে ঠেকেন,—মুহুরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে হয়। সেই সকল অভাব দূর করিবার জন্য, আমরা এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। অনেক দিন ব্যবসায়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, যাহা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং যাহা সহজ উপায় বুঝিয়াছি, তাহাই এই পুস্তকে সমস্ত খুলিয়া লিখিলাম।

শিক্ষার্থীদিগের ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে এবং পাকা মুহুরী মহাশয়দিগেরও অনেক বিষয়ে চক্ষু খুলিবে।

DEBIT & CREDIT.

জমা খরচ।

খাতা-পত্রের প্রধান অঙ্গ—জমা খরচ। সকল খাতাতেই ঠিকভাবে জমা খরচ প্রত্যহ রাখিতে পারিলেই খাতা পরিষ্কার থাকে। এই জমা খরচ শিক্ষা করা অগ্রে দরকার। ইহা খুব সহজ, তবে বিষয় অনুসারে একটু আধটু তফাৎ আছে; তাহা যথাস্থানে জানাইব। এখন জমা খরচ

আদর্শ।

জমা—— খরচ——

প্রমথনাথ সেন——২৫০৲
মোঃ রাণীগঞ্জ——
জমা——
গুঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাস——
গবর্ণমেণ্ট নোট——
ভিএ } ৪২৬৩২।
৪০ } ১ কেতা——
১০০৲
১০ কেতা——
১০০৲
নগদা——
৫০৲
২৫০৲

হারাণচন্দ্র রক্ষিত——৫০০৲
মোঃ—বেণিপুর——
খরচ——
গুঃ শ্রীকেশবচন্দ্র পাল——
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চেক ১ খানা——
দরুণ বি, কে, পালের নামে——
৬৬৪২ নং—১ কেতা——
৫০০৲

বটকৃষ্ণ দত্ত——৬৪৸৵০
মোঃ—কলিকাতা——
জমা—
বিঃ ২রা বৈশাখের ১৩ নং
চালানের মাল—
বিঃ ফর্দ্দ মোতাবেক—
জমা—৬৪৸৵

গৌরমোহন দাঁ——৪৭৷৹
মোঃ—বৈঁচি—
বুট ১০ বোরা ২০/
দর ২।০ হিঃ——৪৫৲
বোরা ১০ থান——২॥০
৪৭॥০

বিপিনবিহারী রক্ষিত——৮৸০
মোং—কলিকাতা—
জমা—
দঃ ৪ খানি বোরা ফেরত
৶০ হিঃ——৸০
আতপ চাল্য ১ বোরা ২/ মণ লইয়া
যায় তাহা ফেরৎ দেয় দঃ ৪৲ হিঃ ৮৲

বাসা-খরচ খাতা——১৸৵০
খরচ—
দঃ হরেক রকম জিনিস
খরিদ নগদ——১৸৵০

হলুদ বিক্রি খাতা——————৩৩৲
জমা————
দঃ নগদ——————
২ বোরা ৪৲———২২৲
১ ,, ২৲———১১৲

৩৩৲

হলুদ খরিদ খাতা খরচ————২৫৬।০
দঃ নগদ—
২৫ বোরা ৫০৲
দর ৫৲ হিঃ ২৫০৲
বোরা ।০ হিঃ ৬।০

২৫৬।০

আদর্শ দেখিয়া কতকটা বুঝিতে পারিলেন যে, মাল খরিদ বিক্রি ও ধার দিলে কি করিয়া পত্তন করিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে জায় (details) দিয়া লিখিতে হয়। যত রকম জমা খরচ হইবে, প্রত্যেক বিষয়ের একটি করিয়া হেডিং থাকিবে। ঐ হেডিং সম্বন্ধে পরে লিখিতেছি। মাল বা নগদ টাকা বা যে কোন জিনিস, কেহ লইলেই, আপনি তাহার নামে খরচ লিখিবেন, এবং টাকা বা কোন জিনিস আপনি পাইলে, তাহার নামে জমা করিবেন। কোন বিষয় বা কাহার নামে জমাখরচ করিতে হইলে, সমস্ত বিষয় খুলিয়া লিখিতে হয়—সাঁটে কদাচ লেখা উচিত নহে। ইহাতে ভবিষ্যতে দোষ জন্মে।

HEADING.

হেডিং অর্থে—বিষয়ের নামের পত্তন। নূতন শিক্ষার্থীদের এইগুলি বিশেষ জানা আবশ্যক; নহিলে কোন্ বিষয়ের খরচ—কি খাতায় পড়িবে, ঠিক করিতে পারিবেন না। হেডিং দিবার আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক বিষয়ের এক একটী স্বতন্ত্র হেডিং দেওয়া থাকিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে কত লাভ লোকসান হইল—বা কত টাকা খরচ পড়িল। হেডিং নানারকমের আছে; তন্মধ্যে যেগুলি আমাদের চলিত, সেই গুলির বিষয় এইখানে লিখিতেছি :—

১। ক্রেতা ও বিক্রেতার নামের হেডিং দিয়া জমা খরচ রাখিতে হয়; যেমন—

জমা——————————
বিক্রেতা—
মাখনলাল চন্দ্র—————৭০০৲
মোঃ—কাল্না—
জমা—
চাল্য ১০০ বোরা ২০০৲

খরচ——————————
ক্রেতা—
ললিতমোহন পাল—————৮০৲
মোঃ বেলেঘাটা—
খরচ—
চাল্য ১০ বোরা ২০৲

২। কর্ম্মচারী ও চাকরদিগের দরমাহা-খাতা।

দোকানের কর্ম্মচারী, চাকর, দ্বারবান প্রভৃতির মাহিয়ানা যাহা দিতে হইবে—তাহা উপরোক্ত হেডিং দিয়া লিখিতে হইবে। নিম্নে আদর্শ দিলাম :—

কর্ম্মচারীদিগের দরমাহা খাতা—————— ১৪৲
গুঃ শ্রীনীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ——
নগদ ————৮৲
গুঃ রামাধীন পাঁড়ে——
নগদ————২৲
গুঃ নানকু কাহার——৪৲
১৪৲

এখন খোতেন করিবার সময় ১৪৲ টাকা উপরোক্ত হেডিংএ উঠিয়া গেল, এবং রামাধনী পাঁড়ে, নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নানকু কাহারের নামে আলাদা করিয়া খোতেন উঠিয়া গেল এবং তাহাদের নামের খোতেনে প্রত্যেক মাসে মাহিয়ানা জমা হইতে লাগিল।

আদর্শ—

ছিঃ শ্রীনীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়————
মোঃ চকদীঘি—বর্দ্ধমান।——

জমা		খরচ	
বৈশাখ মাসের দরমাহা——	১৬৲	২৫শে জ্যৈষ্ঠ———	১৬৲
জ্যৈষ্ঠ মাসের————	১৬৲	৩রা আষাঢ় ————	২৫৲
আষাঢ় মাসের————	১৬৲	২৬শে রোজ————	১০৲
	৪৮৲		৫১৲

এইরূপ ভাবে চলিবে।

৩। চিঠিয়ান খাতা।

চিঠিপত্রাদি লিখিবার জন্য ব্যবহৃত খাম, পোষ্টকার্ড, টিকিট, ছাপান খরচ, কাগজ, কলম, খাতা, কালি, নিব, ব্লটিং প্রভৃতি সমস্তই এই খাতায় খরচ পড়িবে। যদি ব্যবসায়-কার্য্যের জন্য রেজেষ্টারী বা পার্শেল করিতে হয়, তবে

এই খাতায় খরচ পড়িবে ;—কিন্তু কোন মাল আনাইবার জন্য যদি রেজেষ্টারী যোগে টাকা পাঠান যায়—তবে সেই মালের উপর খরচ পড়িবে।

৪। বাজে-খরচ খাতা।

দোকানের কার্য্যের জন্য ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া, রেলভাড়া, গো-গাড়ি ভাড়া, নৌকাভাড়া, ষ্টীমার-ভাড়া, ট্রামভাড়া, খপরের কাগজের বার্ষিক মূল্য, কোন পুস্তক খরিদ, কোন জিনিস খরিদ, চাঁদা দেওয়া, ঘুস দেওয়া, কোন বিষয়ে দণ্ড বা জরিমানা দেওয়া, পর্ব্বোপলক্ষে বস্ত্রাদি দেওয়া বা বকসিস্ দেওয়া প্রভৃতি যাহা খরচ হইবে, তাহা এই খাতায় খরচ পড়িবে। বাজে খাতায় খরচ যত কম হয়—সে বিষয়ে সকলকার যেন লক্ষ্য থাকে। তবে যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহার জন্য কৃপণতা করিতে নাই।

৫। বাসাখরচ খাতা।

বাসার জন্য যাহা খরচ হইবে, অর্থাৎ ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল, তরি-তরকারী, জলখাবার, কাপড়-কাচাই, নাপিত, মেথর বিছানা-পত্র, থালা বাসন খরিদ প্রভৃতির জন্য যাহা খরচ হইবে, তাহা এই খাতায় খরচ পড়িবে।

৬। বাট্টাখাতা ও সুদিখাতা।

নোট, হুণ্ডি, বা চেক ভাঙ্গানর বাটার জমাখরচ, রেজকী পয়সার বদলাইর জমাখরচ, কর্জ্জসুদের জমাখরচ, লোকের সহিত দেনা-পাওনার কাট্‌তি সুদের জমাখরচ, প্রভৃতি এই খাতায় জমাখরচ পড়িবে।

৭। মাল খরিদ-বিক্রীর নামের হেডিং।

কোন মাল খরিদ বিক্রয় হইলে, তাহার নামের হেডিং দিয়া জমা খরচ রাখিতে হয়; যেমন—বুট খরিদ খাতা।

মাল খরিদ হইলে খরচের দিকে পড়িবে এবং ঐ মাল খরিদ করিয়া গুদামজাত পর্য্যন্ত যে সকল খরচ হইবে, তাহাও ঐ মালের উপর পড়িবে, নহিলে পড়্‌তা ও লাভ-লোকসান বুঝা যাইবে না।

মাল বিক্রয় হইলে উহা জমার দিকে পড়িবে; যেমন—বুট বিক্রি খাতা।

৮। খয়রাতি খাতা।

গরিব লোককে দান, পূজাদিতে খরচ, কন্যাদায়ে বা অন্য কোন দায়ে দান, কোন সভা-সমিতিতে দান, কাঙ্গালি-ভোজন, বারোয়ারীতে দান প্রভৃতি এই খাতায় খরচ পড়িবে।

৯। বাটীভাড়া খাতা।

ইহাতে গুদাম-বাটী, দোকান-বাটী, বাসা-বাটী প্রভৃতির ভাড়া ও আদান-প্রদান থাকিবে। নিম্নে আদর্শ দিলাম :—

বাটী-ভাড়া খাতা——— ৬০৲

খরচ ———

দঃ ১নং গুদামের বৈশাখ মাসের ভাড়া দেওয়া যায়
মাঃ মণিলাল চট্টোপাধ্যায়———
গুঃ রামসিং দ্বারবান———
নগদ———৪০৲

দঃ বাসা-বাটীর বৈশাখ মাসের ভাড়া দেওয়া যায়
মাঃ হরিলাল সেন———
গুঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র নাথ———
নগদ———২০৲

৬০৲

এখন খোতেন করিবার সময়, বাটী-ভাড়া খাতায় ৬০৲ টাকা উঠিয়া গেল এবং মণিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামে ৪০৲ ও হরিলাল সেনের নামে ২০৲ আলাদা করিয়া খোতেন হইল। এখন এইরূপ ভাবে মণিলাল বাবু যত টাকা বাটীভাড়া বাবদে লইতেছেন, তাহার খরচ তাঁহারই নামে পড়িতেছে, এবং প্রত্যেক মাসের খোতেনে মাসিক ভাড়া জমা হইতেছে। বৎসরের শেষে যোগ দিলেই বাকী দেনা-পাওনা বুঝিতে পারা যাইবে। পরপৃষ্ঠায় ইহার একটী আদর্শ দিলাম :—

হিঃ শ্রীমণিলাল চট্টোপাধ্যায়——

মোং—হাটখোলা——

জমা		খরচ	
১ নং গুদামের বৈশাখ মাসের ভাড়া	৩০৲	২২শে বৈশাখ	৪০৲
৩ নং গুদামের বৈশাখ মাসের ভাড়া	২০৲	২৮শে জ্যৈষ্ঠ	২৫৲
১ নং গুদামের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভাড়া	৩০৲	১৩ই আষাঢ়	১০৲
৩ নং গুদামের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভাড়া	২০৲	২৬শে আষাঢ়	২৫৲
	১০০৲		১০০৲

এই প্রকার চৈত্র-তক জমা খরচ চলিবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি মণিলাল বাবুর সহিত আপনার মালপত্রের খরিদ-বিক্রয়ের আদান-প্রদান থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নামের হেডিং দিয়া, চিঠিতে যাহা খরচ পড়িবে,—খতিয়ান করিবার সময় তাহা ঐ বাটীভাড়ার সঙ্গে থাকিবেত? তাহা হইলে কি করিয়া বুঝা যাইবে যে,—মালের লেনা দেনা কত? অনেকে ইহা এক সঙ্গেই রাখেন এবং আবশ্যক হইলে, খতিয়ানের তারিখ দেখিয়া জাবদাতে জমাখরচ দেখিয়া মীমাংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের মতে তাহা ভাল নহে। খাতা ও খতিয়ান যত সহজ ও পরিষ্কার ভাবে খুলিয়া লেখা থাকিবে—ততই ভাল। সেইজন্য আমরা একত্রে না করিয়া একটু স্বতন্ত্রভাবে করিতে বলি। এক কাজ করুন:—মণিলাল বাবুর বাটীভাড়ার জন্য আলাহিদা এইরূপ ভাবে হেডিং করুন:—

মণিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাটীভাড়া খাতা।

এবং মালের দেনার জন্য এইরূপ হেডিং করুন :—

মণিলাল চট্টোপাধ্যায়।

এখন যদি মণিলাল বাবুর সহিত কর্জ্জের আদান-প্রদান থাকে, তাহা হইলে কি করিবেন ? তাহার উত্তরে আমরা বলিব,—আর একটী আলাহিদা হেডিং করুন।

মণিলাল চট্টোপাধ্যায় কোং

অথবা

মণিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কর্জ্জের খাতা।

মোট কথা, আলাহিদা নামে হেডিং দিলে হিসাবের কোন গোল থাকে না।

১০৭ নিজ সংসার খরচ-খাতা।

নিজের সংসারের জন্য যে সকল খরচ পত্র হইবে, তাহা এই হেডিংএ খরচ পড়িবে। ইহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

এইরূপ ভাবে নানা রকমের হেডিং দিয়া জমা খরচ রাখিলে, প্রত্যেক বিষয়ের লাভালাভ বুঝিতে পারা যাইবে। খোতেন যতই সূক্ষ্ম থাকে,—ততই ভাল এবং সকল বিষয়ের খরচ-পত্র বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কি কি খাতা রাখা দরকার।

ব্যবসায় করিতে হইলে, মোটামুটি কি কি খাতা রাখা দরকার এবং ঐ সকল খাতা কিরূপ ভাবে লিখিতে হয়, তাহা এই খানে বিশদভাবে খুলিয়া লিখিলাম।

১। খসড়া বা জাবদা বা চিঠা—(Journal.)

২। ঐ—পাকা— Journal

৩। খতিয়ান (Ledger Book.)

৪। নগদান বহি (Cash Book.)

৫। ওজন বহি।

৬। মজুত মালের বহি (Stock book.)

৭। গুদামের বহি।

৮। তাগাদার কড়চা বহি।

৯। হাত চিঠা।

১০। কি কি জিনিস দোকানে আছে, তাহার তালিকাবহি (Catalogue.)

১১। ঠিকানা-বহি (Address book.)

১২। জাঁকড় বহি।

১৩। অর্ডার বহি (Order book.)

১৪। ভিঃ পিঃ বহি (V. P. Book.)

১৫। রেলের বা ষ্টীমারের চালানের নকল-বহি।

১৬। চিঠির নকল-বহি।

১৭। মুনফা খাতা।

এইগুলি মোটামুটী রাখিলেই বেশ কার্য্য চলিবে; তবে কার্য্যের আবশ্যকতা অনুসারে আরও খাতা বাড়াইয়া লইতে হয়।

১। খসড়া বা জাবদা।

ব্যবসায়ের এই খানিই সর্ব্বপ্রথমে লিখিতে হয়। তাহার পর এই খাতা হইতে পাকা জাবদা তৈয়ারী হয়, এবং ইহা হইতে প্রত্যহ নগদান ও খতিয়ান করিতে হয়। কেহ কেহ কাঁচা চিঠা না করিয়া একেবারে পাকা চিঠাতে লিখিয়া থাকেন। সাহেবদের কাঁচা কাজ নাই—সব পাকা। আমাদের কাঁচা চিঠা হয় কেন জানেন? নানা রকমের হওলাতি—কপালটোকা, কাটকুট জমাখরচ, পাঁচ হাতে লেখা, প্রভৃতি কয়েকটী কারণে ভুল চুক হয় বলিয়া, কাঁচা পাকা দুই রকম রাখে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কাঁচা রাখা উচিত নহে। যাহা লিখিতে হয়, একেবারে পাকাতে লেখাই উচিত, তাহাতে কর্ম্মচারীদের ভয় থাকে, কোন গোলমাল হয় না। সামান্য দোকানদারেরা এই চিঠাতে নগদানের কার্য্য সারিয়া রাখেন এবং ইহাতেই তহবিলের কৈফিয়ৎ কাটিয়া

থাকেন। সামান্য লোকের পক্ষে ইহাই সুবিধা বটে, কিন্তু কার্য্য বড় হইলে তাহা করা উচিত নহে; কারণ রুজু দিবার সময় একটু অসুবিধা হয়। খাতা কাটকুট করিয়া লেখা উচিত নহে,—যদি ভুল হইয়া যায়; এজন্য উপরে বা পাশে লেখা উচিত।

জাবদার আদর্শ।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

প্রতুলকর্ত্রী।

সন ১৩১৮ সাল—

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি।

বিতারিখ——১৪ই বৈশাখ——

রোজ——শুক্রবার——

দিনায়া—রোজ—নামা—জমা খরচ রূপেয়া——

জমা		খরচ	
বিপিনবিহারী দে——	১০০৲	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ——	২৭৸৵০
মোঃ—রাণীগঞ্জ——		মোঃ—বর্দ্ধমান——	
জমা——		খরচ——	
গুঃ রামনারাণ পাল——		বালাম চাল——	
গবর্ণমেণ্ট নোট——		১নং ১॥০ মণ—	
ভি এ ১৪৮৫৬।——		দর ৫৲ হিঃ——	৭॥০
১০ কেতা——		বোরা ১খানা——	।০
	১০০৲	ঘৃত ১টীন ॥১।০	
১৪		কানাস্তারা বাদ—	
বালাম চাল বিক্রি খাতা—১২॥০		৴১।০	
জমা——		॥০ মণ	
দঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়——		দর—৪০৲ হিঃ——	২০৲
হিসাবি——		টীন ১টী——	৶০
১॥০ মণ——	৭॥০	৩৫	২৭৸৵০
নগদ বিক্রি——			
১৴ মণ——	৫৲		
২২	১২॥০		

ঘৃতবিক্রি খাতা————৩০৲
জমা——
দঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়——
হিসাবি———
॥০ মণ——২০৲
নগদবিক্রি————
।০ সের ১০৲

//২৮ ৸০ সের ৩০৲

বোরা বিক্রি খাতা————।০
জমা——
দঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়——
হিসাবি ১ খানা————।০

//১

টিন বিক্রি খাতা————৶০
জমা——
দঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়——
হিসাবি ১টা————৶০

//৬

হারাধন কর————৮৩।০
মোঃ——হাটখোলা—
জমা—
বালাম চাল—
১০ বোরা ২০/
দর ৪৲ হিঃ———৮০৲
বোরা ১০ খানা—
দর ।০ হিসাবে———২॥০
বোঝাই মুটে দীঃ——১।০

//১৮ ৮৩৸০

২২৬৶০

মহেন্দ্রলাল নন্দী——————৯০৲
মোঃ হাওড়া———
খরচ——
গুঃ—কেদারনাথ দে———
গবরমেণ্ট নোট—
৫ কেতা———৫০৲
নগদ————৪০৲

//৭৬ ৯০৲

বালাম চাল খরিদ খাতা——৮১।০
খরচ——
দঃ হারাধন কর—————
হিসাবি—————
১০ বোরা ২০/——৮১।০

//২৬

বোরা খরিদ খাতা———২॥০
খরচ——
দঃ হারাধন কর——
হিসাবি——
১০ খানা———২॥০

//২৮

বাসাখরচ খাতা————২৲
খরচ——
আলু কেনা ১/০—২৲

//২৩

২০৩॥৶০

গত রোজের—

মজুত তহবিল————২৩৪৸৵০

৪৬১৴০ ৭

বাদ খরচ————২০৩৷৶০

মজুত তহবিল ২৫৭৸৵০

জায়——— details of cash

নোট—দুই কেতা———২০০৲

টাকা———৪০৲

রেজকি———১০৲

পয়সা———৭৸৵০

মোট

২৫৭৸৵০

* নগদান কাটা হইলেই এইরূপ লিখিত হইবে এবং খোতেম করা হইলেই 'খ' চিহ্ন দিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, এই পাতার নগদান ও খতিয়ান হইয়াছে। এইটী বেশ পাকা কাজ।

আদর্শ দেখিয়া জমা খরচ বুঝুন। প্রত্যেক বিষয়ের বা নামের একটী করিয়া হেডিং দিয়া জমা খরচ করিতে হয়; তাহা না হইলে খোতেন হয় না। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘৃত ও বালাম চাল ধারে বিক্রয় করা গেল; কাজেই উহার নামে ঐরূপ ভাবে খরচ লিখিতে হইলে বুঝিবে যে, উহা ধারে যাইতেছে। কিন্তু ঐ চাল ও ঘৃত জমার দিকে আলাহিদা হেডিং দিয়া জমা হইল। তাহা না হইলে মজুত মালের হিসাব হইবে না। বুঝিয়া দেখুন, ঐ দিকে ১০ বোরা ২০/ মণ বালাম চাল খরিদ আছে এবং বিক্রী লেখা হইতেছে ১॥০ মণ ধারে, এবং ১/ মণ নগদ। এই ২॥০ মণের দাম ১২॥০ টাকা।

এখন চালের খরিদ ও বিক্রী দুইটী খোতেন করিয়া দেখা গেল যে, অদ্য তারিখে ২০/ মণ চাল খরিদ হইয়াছে এবং ২॥০ মণ চাল বিক্রয় হইয়াছে, বাকী ১৭॥০ মণ মজুত রহিল;—ইহাকেই Stock বা মজুত বলে।

লাভ লোকসান।

এখন লাভ কত হইল দেখা যাক।

২০/ মণ চাউলের দাম ৮১।০ খরচ পড়িয়াছে; তাহা হইলে ৪/০ টাকা মণ পড়্তা হইল—বিক্রি ৫৲ টাকা হইল। তাহা হইলে প্রতি মণে ৸৶০ আনা লাভ হইল। এইরূপে বোরা বিক্রীর জমা খরচে দেখা গেল যে, অদ্য ১০ খানা বোরা খরিদ ও ১ খানা বিক্রী বাদে ৯ খানা মজুত রহিল।

হারাধন করের নিকট ১০ বস্তা বালাম চাউল অদ্য খরিদ করা হইল। তাহার নামে জমার দিকে আদর্শমত জমা করা হইল এবং ঐ চাউল খরিদের দিকে বালাম চাউল খরিদ খাতা হেডিং দিয়া খরচ লেখা হইল। প্রত্যহ যেমন চাউল বিক্রী হইতে লাগিল, তেমনি জমা হইতে লাগিল। শেষে চাউল ফুরাইয়া গেলে খরিদ বিক্রীর কমি কমতা ও লাভ লোকসান বোঝা যাইবে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ সকল জিনিসের খরিদ বিক্রয় লিখিতে হয়।

আর একখানি চালানের জমা খরচের আদর্শ এখানে দিলাম; তাহা দেখিয়াও খরিদ বিক্রয়ের জমা খরচ বুঝুন :—

আদর্শ।

জমা	খরচ
ধর্ম্মদাস দাঁ—১৪২৶৹	মহানন্দ দাস—১৭৯/১৫
মোঃ চীনাবাজার—	মোঃ—পাটনা—
জমা—	খরচ—
হলুদ ১০ বোরা ২০/	হলুদ ১০ বোরা ২০/
দর ৭৲ হিঃ—১৪০৲	দর ৭৲ হিঃ—১৪০৲
বোরা ১০ খানা	ধনে ৪ বোরা ৮/
৶১০ হিঃ—২৶৹	দর ৪৲ হিঃ—৩২৲
১৪২৶৹	বোরা ১৪ খানা
	দর ।০ হিঃ—৩৸০
	গাড়িভাড়া মুটে-খরচা
	প্রভৃতি—৸৵০
ধনে বিক্রী খাতা—৩২৲	৺বিত্তি—/১৫
জমা—	থাম ও ।ভঃ পিঃ খরচা—৵০
দঃ মহানন্দ দাস—	ষ্টেসনের খরচ—৵০
হিসাবি—	দালালি /০ মণ হিঃ—১৵০
৪ ব ৮/ ৩২৲	আড়ত /০ মণ হিঃ—১৵০
	১৭৯/১৫
বোরা বিক্রি খাতা—৩৸০	
জমা—	হলুদ খরিদ খাতা—১৪০৲
দঃ মহানন্দ দাস—	খরচ—
হিসাবি—	দঃ ধর্ম্মদাস দাঁ—
১৪ খানা—৩৸০	হিসাবি—
	১০ বোরা ২০/—১৪০৲
গাড়িভাড়া খাতা—৸৵০	বোরা খরিদ খাতা—২৶০
জমা—	খরচ—
দঃ মহানন্দ দাস—	দঃ ধর্ম্মদাস দাঁ—
হিসাবি—৸৵০	হিসাবি—
	১০ খানা—২৶০

৺বিক্তি খাতা——————/১০
জমা ——
দঃ মহানন্দ দাস——
হিসাবি——————/১৫

চিঠিয়ান খাতা——————।০
জমা——————
দঃ মহানন্দ দাস——
হিসাবি——————।০

ষ্টেসন খরচ খাতা——————৵০
জমা——
দঃ মহানন্দ দাস——
হিসাবি——————৵০

দালালি খাতা——————১৵০
জমা——
দঃ মহানন্দ দাস——
হিসাবি——————১৵০

আড়ত খাতা খরচ——————১৵০
জমা——
দঃ মহানন্দ দাস——
হিসাবি——————১৵০

হিসাবি জমা খরচ।

মনে করুন, পাটনা হইতে মহানন্দ দাস নামক কোন ব্যক্তি ভিঃ পিঃ যোগে, ১০ বোরা হলুদ ও ৪ বোরা ধনে, রেলে চালান দিবার জন্য অর্ডার দিয়াছে। এখন আপনি ঐ অর্ডার পাইয়া তাহাকে মাল চালান করিয়া, উপরোক্ত ভাবে তাহার নামে চালান খরচ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর ঐ চালান মিল রাখিবার জন্য আপনাকে উপরোক্ত কয়েক প্রকারে হিসাবি জমা খরচ করিতে হইল; উহাকেই তকরারি বা হিসাবি জমা খরচ বলে। ঐ হিসাবি জমা খরচ প্রত্যেক Itemএ করিতে হইবে। তাহা না হইলে Stock মিলিবে না ও প্রত্যেক বিষয়ের খরিদ বিক্রয়ের হিসাব মিলিবে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ঐ সকল Item জমাখরচ করা না হয়, তাহা হইলে কি হইতে পারে? তাহার উত্তর আমরা দুই প্রকারে দিব।

১। যদি আপনার নিজের কার্য্য হয়, ও মোটামুটী লাভ লোকসান বুঝিতে চান, তবে হিসাবি জমা খরচ না করিলেও চলিতে পারে। কেবল যাহার নিকট হলুদ খরিদ হইয়াছে, তাহার সহিত দেনা পাওনা মিল করিবার জন্য তাহার নামে খরচ রাখিতে হইবে। এখানে ধনে, যাহা চালান দেওয়া হইল, তাহা নিজের গুদামের মাল বুঝিতে হইবে; কেবল উহার Stock মিল রাখিবার জন্য উহারও বিক্রী জমা করিতে হইবে। এ রকমেও কাজ চলে, তবে ইহা পাকা ব্যবসাদারের নিয়ম নহে।

২। সমস্ত বিষয়ের হিসাবি জমা খরচ হইলে এই সুবিধা, যে প্রত্যেক বিষয়ের লাভালাভ বুঝিতে পারা যায়, Stock ঠিক মিল থাকে, চুরি হইলে ধরা পড়ে এবং ধনী ও অংশীদারদিগকে হিসাব ঠিক বুঝাইয়া দেওয়া যায়। এইটী পাকা ব্যবসাদারের খাতা রাখার নিয়ম। যিনি যেরূপ সুবিধা বুঝিবেন, তিনি সেইরূপ করিবেন।

প্রশ্ন।

এখন যদি ঐ চালানের মাল উক্ত ব্যক্তির নিকট আপনি অর্ডার দিয়া আনান, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ভাবে আপনাকে জমা খরচ করিতে হইবে:—

জমা——১৭৯/১৫	খরচ——
মহানন্দ দাস——	হলুদ খরিদ খাতা——১৪২৶১০
মোঃ—পাটনা——	খরচ——
জমা——	দঃ মহানন্দ দাস——
দঃ ২৫শে বৈশাখের চালান	হিসাবি——
আইসে——	১০ বোরা ২০/——১৪০৲
হলুদ ১০ বোরা ২০/	নানারকম খরচা——২৶১০
দর ৭৲——১৪০৲	১৪২৶১০
ধনে ৪ বোরা ৮/	
দর ৪৲ হিঃ——৩২৲	
বোরা ৪ খান——৩৷৷০	
গাড়িভাড়া দ——৸৵০	ধনে খরিদ খাতা——৩২৸৵৫
	খরচ——
	দঃ মহানন্দ দাস——
৺বিত্তি——/১৫	হিসাবি——
থাম ও ভিঃ পিঃ——৷০	৪ বোরা ৮/——৩২৲
ষ্টেশন খরচা——৵০	নানারকম খরচ——৸৵৫
দালালি /০——৸৵০	৩২৸৵৫
আড়ত /০ হি——৸৵০	
১৭৯/১৫	
	বোরা খরিদ খাতা——৩৷৷০
	খরচ——
	দঃ মহানন্দ দাস——
	হিসাবি——
	১৪ খানা——৩৷৷০

এখন হলুদ খরিদে যে ২৶১০ ও ধনে খরিদে ৸৵৫ খরচ প'ড়ল, কোন হিসাবে ? মোট দেখা গেল যে, ১৪ বোরা মালে খুচরা খরচ ৩/১৫ হইয়াছে, অর্থাৎ মণকরা /১৫ পয়সার কিছু উপর পড়ে। সেই হিসাবে আমরা মণের

তাহার পর, ঐ মাল ষ্টেসন হইতে যখন গোলাজাত হইবে, তখন গাড়িভাড়া, মুটে খরচা যাহা লাগিবে, আলাহিদা করিয়া ঐ দুই রকম জিনিসের উপর খরচ পড়িবে। এখন ঐ মোট খরচ দেখিয়া পড়তা ও লাভ রাখিয়া বাজার-দর বুঝিয়া বিক্রয়ের দর রাখিতে হইবে।

২। পাকা চিঠা।

যাঁহারা কাঁচাচিঠা করিবেন, তাঁহারা ঠিক উহার অনুরূপ নকল করিয়া পাকা করিবেন, তাহা হইলেই হইল। ইহা বিশদভাবে লিখিবার আবশ্যক নাই।

LEDGER BOOK.

৩। খতিয়ান।

খতিয়ানের উদ্দেশ্য—লোকের সহিত দেনা পাওনা ঠিক করা, সমস্ত জিনিসের খরিদ বিক্রয় রাখা এবং সকল বিষয়ের জমা-খরচ রাখা। খতিয়ান একখানি রাখিলেই চলিতে পারে। তবে যাঁহাদের কার্য্য বড় ও নানা রকমের কার্য্য আছে, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ান করিলে কার্য্যের বেশ সুবিধা হইতে পারে। যদি Out-agency বা মোকাম থাকে, তবে তাহার জন্য অর্থাৎ প্রত্যেক মোকামের জন্য এক সেট খতিয়ান রাখিলে কার্য্যের খুব সুবিধা হয়। আমাদের মতে সহর ও মফঃস্বলের আলাহিদা খতিয়ান রাখা উচিত এবং দেনা ও পাওনার—আলাহিদা খতিয়ান রাখা উচিত। যদি কার্য্যের দুই তিনটী বিভাগ থাকে, অর্থাৎ একটী ভুষিমালের কারবার, একটী বাসনের কারবার, একটী তৈলের কারবার থাকে—তবে স্বতন্ত্র খতিয়ান রাখাই সুবিধা। খতিয়ান যাহাতে প্রত্যহ হয়, সে বিষয়ে যেন লক্ষ্য থাকে; নহিলে দেনা পাওনা বুঝা যাইবে না। প্রত্যেকদিন খতিয়ান তৈয়ারী না হইলে, তাগাদার কড়চা-বহি তৈয়ারী হইবে না। এখন [illegible] খতিয়ান লিখিতে হয় তাহাই লিখিতেছি :—

প্রথমে খাতার ময়লাটের উপরে নিম্নলিখিত ভাবে ফিরিস্তি আঁটিয়া দিতে হয়।

সন ১২১৮ সাল
মফঃস্বলের খতিয়ানবহি।
শ্রীহরিদাস নন্দী,
মোঃ—বৰ্দ্ধমান।

ভিতরে প্রথম পৃষ্ঠায় বা মুখপাতে এইরূপ ভাবে পত্তন করিতে হয়ঃ—

ফিরিস্তি কাগজ বাবুদে খরিদ,
বিক্রয়ের জমা খরচ খতিয়ান।
শ্রীহরিদাস নন্দী,
মোং নূতনগঞ্জ—বৰ্দ্ধমান,
তহবিল।

এখানে ফিরিস্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিব। ইংরাজদিগের খাতা দেখিলেই বুঝা যায় যে—ধনী কে ও ঠিকানা কোথায়? এমন কি, অনেকের প্রতি পাতায় পর্য্যন্ত ছাপান নাম থাকে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা খাতায় অধিকাংশ লোকেরই নামধাম লেখা থাকে না; কাজেই খাতা দেখিয়া বুঝা যায় না যে, মহাজন কে? ইহা ব্যবসায়ের একটী মহৎ দোষ। এ দোষ—পাকা মহুরি মহাশয়েরা দেখেন না—বা সহজে সংশোধন করিতে চান না। প্রত্যেক খাতায় নাম দিয়া ফিরিস্তি আঁটিয়া লইতে হইবে; তাহার পর নামের সূচীপত্র দিতে হইবে, ও তাহার পর প্রত্যেক পাতায় পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যেক পত্রে নামের পত্তন করিয়া, নিম্নলিখিতভাবে জমা-খরচ করিতে হইবে।

আদর্শ।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সন ১৩১৮ সাল।

হিঃ শ্রীনারায়ণচন্দ্র শেঠ,

মোঃ—মালপাড়া।

জমা	খরচ
১৪ই বৈশাখ——————১০০৲	সন ১৩১৭ সালের—
১৮ই রোজ——————১৪০৲	১৮ পাতার জের——————২৬।৶০
	৯ই বৈশাখ—————— ২৪৸৵০
	১৮ই রোজ—————— ৪৩৵০
২৪০৲	৩৩৫৵০
	বাদ জমা——————২৪০৲
	বাকী পাওনা ৯৫৵০

যাং সন ১৩১৯ সালের—
১৫ পৃষ্ঠায়—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১৩১৮ সাল।

হিঃ শ্রীবটকৃষ্ণ পাল,

মোঃ—কলিকাতা।

জমা		খরচ	
২৮শে শ্রাবণ	৮৪৵০	২০শে আষাঢ়	৮৪৲
২৫শে কার্ত্তিক	১৪।৵০	২৭শে অগ্রহায়ণ	১৪॥০
//∴	৯৮॥০	//∴	৯৮॥০

বুট-খরিদ বিক্রী খাতা

জমা বিক্রী				
২৪শে পৌষ	১০ বোরা	২০/ মণ		৮০৲
২৮শে রোজ	২৫ ,,	৫০/	,,	২০০৲
৪ঠা মাঘ	৪০ ,,	৮০/	,,	২৬০৲
১০ই রোজ ছাঁটি ···		৩॥০ ···		১১॥০
	৭৫ বোরা	১৫৩॥০ মণ		৫৫১॥০
বাদ খরচ	৭৫ বোরা	১৫০/ মণ		৪৭০৲
মুনফা				৮১॥

খরচ খরিদ				
১৩ই আষাঢ়	৫০ বোরা	১০০/মণ		৩০০৲
১০ই রোজ	২৫ ,,	৫০/	,,	১৭০৲
	৭৫ বোরা	১৫০ মণ		৪৭০৲

শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১৩১৮ সাল।

হিঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত,

মোঃ—বড়বাজার।

জমা		খরচ	
২৩শে ভাদ্র	২৪৬৵০	২৮শে ভাদ্র	১০০৲
২৮শে আশ্বিন	১০০।০	২৪শে আশ্বিন	২০০৲
	৩৪৬।৵০		৩০০৲
বাদ খরচ	৩০০৲		
বাকী দেনা	৪৬।৵০		

দাঃ সন ১৩১৭ সালের—
২৮ পৃষ্ঠায়—

হিঃ বাজে-খরচ খাতা——

জমা		খরচ	
১৮ই বৈশাখ	১০৲	২রা বৈশাখ	২৪॥০
		২৫শে শ্রাবণ	৪৫৲
			৬৯॥০
		বাদ জমা	১০৲
			৫৯॥০

দাঃ মুনফা খাতা—

পাকা চিঠা হইতে নামে নামে এই প্রকারে খতিয়ান করিতে হয়। ইহাতে কেবল তারিখ ও টাকার অঙ্ক উঠিবে, এবং চিঠাতে একটী দাগ দিয়া পত্রাঙ্ক দিতে হয়।—চিঠার আদর্শ দেখুন। তাহার পর প্রথম পত্তনের সময় গত সনের যাহা দেনা-পাওনা আছে—তাহা অগ্রে জের লইয়া আসিতে হয়, এবং বৎসরের শেষে, এইরূপ ভাবে কৈফিয়ৎ কাটিয়া পুনরায় আগামী সনে জের লইয়া যাইতে হয়।

খতিয়ানের পত্রাঙ্ক ছাড়া, আর একখানি পরতাল কাগজে সূচী করিলে, খতিয়ান করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাতে কম সময়ে কার্য্য হয়। জাবদার প্রত্যেক পৃষ্ঠার সমস্ত খতিয়ান হইয়া গেলে, পাতার নীচে "খ" চিহ্ন দিয়া রাখা ভাল; ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ পাতার সমস্ত কলম খতিয়ান হইয়াছে। এ নিয়মটি বেশ ভাল। যদি মাল খরিদ বিক্রীর খতিয়ান করিতে হয়, তবে কত বোরা, কত ওজন ও কত টাকা, লিখিতে হয়। যেমন :—

১০ বোরা—২০/ মণ—৪৫৲ টাকা।

বোরা বা গোটা মাল খরিদ বিক্রয় হইলে, তাহার সংখ্যা দিতে হইবে।

যদি খতিয়ান খুলিবামাত্র দেনা-পাওনা দেখিতে চান, তবে "মহাজন সখার" ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন? খতিয়ানের ঠিক—লম্বা দেওয়া উচিত নহে, ৪।৫ কলমে দিলে সহজে হয় ও ভুল থাকে না।

---

4. CASH-BOOK

বা

৪। নগদান বহি।

Cash-Bookকে বাঙ্গালায় নগদান-বহি বলে। ইহাতে কেবল রোজ তারিখে নগদ টাকার মোটা-মুট হিসাব থাকে। সামান্য কার্য্য হইলে, দোকান-দারেরা জাবেদা খাতায় নগদানের কার্য্য সারিয়া থাকেন। কিন্তু বড় কার্য্যে তাহা হয় না, একখানি স্বতন্ত্র বহি রাখিতে হয়। নিম্নে নগদানের আদর্শ দেখুন :—

আদর্শ।

বিতারিখ—১৪ই বৈশাখ

রোজ—শুক্রবার

জমা		খরচ	
বিপিনবেহারী দে	১০০৲	মহেন্দ্রনাথ নন্দী	৯০৲
বালাম চাউল বিক্রী	৫৲	বাজে খরচ	২৲
ঘৃত বিক্রী খাতা	১০৲		৯২৲
	১১৫৲		
গত রোজের তহবিল মজুত	২৩৪৸৵০		
	৩৪৯৸৵০		
বাদ খরচ	৯২৲		
মজুত	২৫৭৸৵০		

পাকা চিঠার আদর্শ দেখিয়া জমা খরচ এখানে লেখা গেল। পাকা চিঠার মধ্যে যে সকল নগদ টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে, সেই সকল কলম এখানে লেখা হইল। নগদান হইলেই পাকা-চিঠার পাতার নীচে—নগদান বলিয়া লিখিয়া রাখা ভাল। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, ঐ পাতার নগদান করা হইয়াছে।

তকরারি জমা-খরচ।

এখন তকরারি জমা-খরচ কাহাকে বলে, তাহাই লিখিতেছি। চিঠাতে কি করিয়া লিখিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এবং উহা হইতে খতিয়ান কি করিয়া করিতে হয়, তাহাও দেখাইয়াছি। নগদানে কেবল নগদ টাকার আদান-প্রদান দেখান হইল। বাকী চিঠার বিষয়গুলি লিখিতেছি। ঐ যে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে চাউল ও ঘৃতের দরুণ ২৭৸৶০ খরচ, ভিন্ন ভিন্ন কলমে জমা করিয়া, ঐ মোট ২৭৸৶০ পূরণ করা হইয়াছে, উহার প্রথমে চাউল-বিক্রীতে ৭॥০ আনা, দ্বিতীয়—বোরাবিক্রী খাতায় ।০ আনা, তৃতীয়—ঘৃতবিক্রী খাতায় ২০৲, চতুর্থ—টীনবিক্রী খাতায় ৶০ আনা, একুনে ২৭৸৶০ আনা, ঠিক মিল হইল। ইহাকেই তকরারি জমা-খরচ বলে। তকরারি জমা-খরচ না করিলে প্রত্যেক জিনিসের Stock বা মজুত মিলে না, ইহা সহজেই বুঝিতেপারিবেন।

5. WEIGH BOOK

বা

৫। ওজন-বহি।

আমদানি ও রপ্তানি মালের ওজনের দাগপটী এই খাতায় লিখিতে হয়। ওজন দুই প্রকার, যথা :—মিরবঁাদা ও হুম্‌কা। ওজন করিবার কালীন যদি এক হারে ওজন করিয়া ভর্ত্তি করা হয়, অর্থাৎ ১॥০ মণ কিম্বা ২৴০ মণ বস্তায় ভর্ত্তি হয়, তাহাকে মিরবঁাদা ওজন বলে। বাজারে অনেক চল্‌তি জিনিসের মিরবাঁদা

বুঝিতে পারেন ;—যেমন লবণ, কলিকাতার ভর্ত্তি জিনিস—কাজেই বোরা-সমেত ২৴ মণ। কলের সরিষা-তৈল—যে বাজারে যেরূপ ওজন হউক না কেন, প্রত্যেক টিনে ৮০ সিক্কার ওজনে।৭৷৷০ সের তৈল থাকিবে। বিলাতের জিনিস সমস্ত মির হিসাবে চালানে আসিয়া থাকে ; উহা ওজন করিবার বা গুণিয়া লইবার আবশ্যক হয় না।

যে সকল বোরাতে অসমান ভর্ত্তি থাকে, তাহাকে ছম্‌কা বোরা বলে। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা বাধ্য হইয়া মহাজনকে ছম্‌কা ভর্ত্তি করিতে হয়।

আদর্শ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১৩১৭ সাল।

বিতারিখ——১৪ই বৈশাখ।

রোজ————বুধবার।

ওজনমির।

রেলি ব্রাদার কোং।

মাং—কালিচরণ দত্ত দালাল।

শুঃ শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ।

ঝাড়া তিসি ২৴ মণ ভর্ত্তি বোরা সমেত।

২৫	ঐ	৫০৴	২৫	ঐ	৫০৴
২৫	ঐ	৫০৴	২৫	ঐ	৫০৴
২৫	ঐ	৫০৴	২৫	ঐ	৫০৴
২৫	ঐ	৫০৴	২৫	ঐ	৫০৴
১০০	ঐ	২০০৴।	১০০	ঐ	২০০৴

দর ৯৸৵০ হিঃ—

দাং জমা-খরচ—

(২)

তারিখ—১৪ই জ্যৈষ্ঠ—

রোজ—মঙ্গলবার—

ওজন হুম্‌কা—
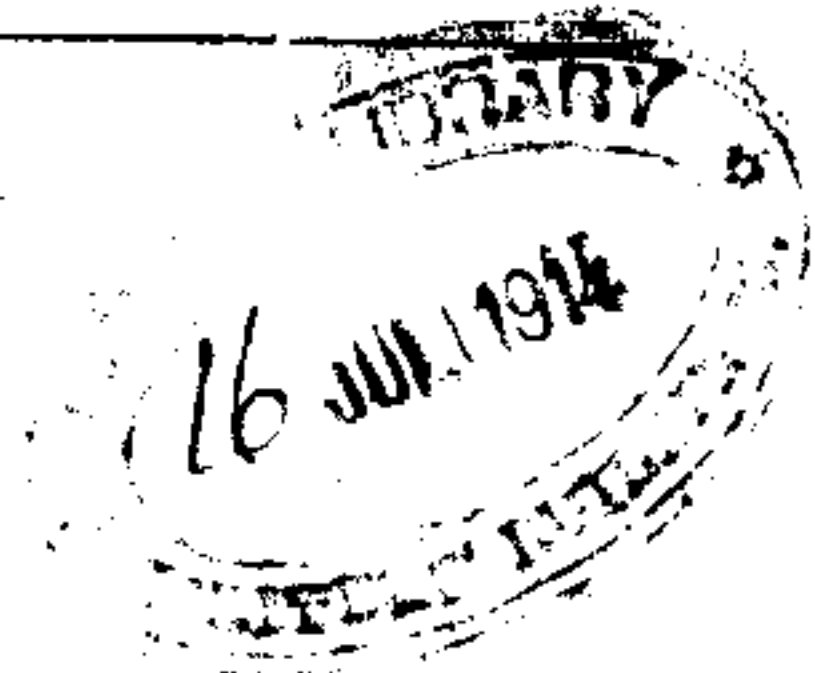
দরুণ ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের চালানের—মালের দাগপটী—

২ নং চালান ১০ বোরা সরিষা।

১ ,,	২/২
১ ,,	২/১॥
১ ,,	২/২
১ ,,	২/১
১ ,,	২/
১ ,,	২/২
১ ,,	২/
১ ,,	২/২
১ ,,	২/
১ ,,	২/১॥

১০ বোরা ২০।২ মণ।

বোরা ওজন করিবার সময় পিছনে বোরা দিতে হয়। যদি ডবল বোরা থাকে, তবে ডবল দিতে হয়; তাহা না হইলে মোট ওজন বাদ দিলেও চলে। সাধারণতঃ মোটামুটি কমদামের মালে /১ সের হিসাবে বোরার কড়্‌তা বাদ দিতে হয়। যদি বেশীদামের জিনিস হয়, অর্থাৎ ২০৲, ৩০৲, ৪০৲ টাকা মণের জিনিস হইলে,—আন্দাজে /১ সের বাদ দেওয়া চলে না,—কারণ বোরার কড়্‌তা সমান থাকে না। /।০ পোয়ার তফাৎ হইলে ২০৲ টাকা মণের জিনিসে ৵০ আনার তফাৎ পড়ে।

বোরা ওজন করিবার অগ্রে কাঁটার পাষাণ ভাঙ্গিয়া লইতে হয়; তাহা না হইলে—ওজনের তফাৎ পড়ে। তবে ফেরফার ওজন হইলে কোন কমিকমতা হয় না। অসমান বোরা ফেরফার ওজন করিলে, মোটের উপর কমি-কমতা হয় না। বাজারের ওজন ও সেরেস্তা অনুসারে এবং স্থানবিশেষে প্রত্যেক বোরায় /৸০ হইতে /১, এবং টীনে /১৵০ হইতে /১।০ কড়্‌তা বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। দাগপটীর শেষে কড়্‌তা বাদ দিয়া পাকা ওজন ও দর লিখিয়া রাখিতে হয়। আর একখানি আদর্শ দেখুন।

(৩)

বিপিনচন্দ্র পাল—

মোঃ পাথুরিয়া ঘাটা—

২২শে আষাঢ়—

১০ টীন ঘৃত বিক্রির দাগপটী—

৩ টীন————১।৫॥০

৩ টীন————১।৬

৩ টীন————১।৪॥০

১ টীন————।৮॥০

১০ টীন————৪॥৪॥০

কড়্‌তা বাদ—

/১।————।২॥০

চল্‌তা———॥৶০

।৩৶০

নিট———৪।১।৶০

দর ৪২॥৶০ হিঃ—

বিক্রি মালের ওজনের দাগপটী এইরূপ ভাবে রাখিতে হয়। কিম্বা পাকা চিঠাতে জমা-খরচ করিবার কালীন এরূপ ভাবে না লিখিয়া মোট ওজন লিখিলেই চলিতে পারে, অর্থাৎ ১০ টীন ঘৃত ৪॥৪॥০ কড়্‌ত বাদ।৩৶০, নিট ৪।১।৶০। যদি দাগপটী দেখিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ওজন-বহি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ছোট ছোট দোকানদারেরা চিঠার পিছনে দাগপটী লিখিয়া থাকেন। মোট কথা, হিসাব যত আলাহিদা ও পরিষ্কার থাকিবে, ততই কাজের সুবিধা হইবে।

---

6. Stock Book

বা

৬। আমদানি ও রপ্তানি মালের বহি।

STOCK-BOOK-এর বাঙ্গালা নাম আমদানি ও রপ্তানি মালের হিসাব-বহি। যে সকল মাল বাহির হইতে আসে,—তাহা নিজের খরিদ হউক বা কোন লোক বিক্রির জন্য পাঠাক—তাহাকে আমদানি মাল বলে। আর যে সকল মাল দোকানে বা গোলা হইতে বিক্রয় হইয়া বা ফেরত হইয়া চলিয়া যায়, তাহাকে রপ্তানি মাল বলে। বড় কারবারে Stock-বহি না থাকিলে কার্য্য চলে না। Stock-বহি একখানিতে কার্য্য চলে বটে; কিন্তু যাঁহাদের নানা রকমের কার্য্য আছে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন stock-বহি করিলে কাজের সুবিধা

সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ান হওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে, প্রত্যহ মজুত্ মালের হিসাব বুঝা যাইবে না। Stock-বহি ঠিক থাকিলে চুরি সহজে হয় না; না থাকিলে পুকুর-চুরি হয়! বাস্তবিকও—বাঙ্গালীর কাজে অনেক স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। Stock-বহিখানি খতিয়ানের মত লিখিতে হয়। একটু আদর্শ এখানে দেখাইলাম।

প্রথম আদর্শঃ—

বালামচালের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব।

আমদানি	রপ্তানি
১৫ই বৈশাখ ২০০ বোরা	১৬ই রোজ——১৭০ বোরা
২০শে রোজ ১৫০ ,,	১৭ই ,, —— ১০ ,,
২৬শে রোজ ১৭০ ,,	১৮ই ,, —— ৫ ,,
	২০শে ,, —— ১০০ ,,
মোট——৫২০ বোরা	মোট——২৮৫ বোরা

দ্বিতীয় প্রকার :—

তারিখ।			
	গত রোজের জের	২০০	বোরা
১২ই বৈশাখ	আমদানি	১৫০	,,
		৩৫০	,,
	রপ্তানি	১০০	,,
	মজুত	২৫০	,,
১৩ই রোজ	আমদানি	২০০	,,
১৪ই রোজ		৪৫০	,,
	রপ্তানি	২০০	,,
	মজুত	[illegible]	

খাতয়ানের কাগজ ভাঁজিয়া সাধারণতঃ লোকে এইরূপ করিয়া থাকেন। আমরা দুই প্রকার দেখাইলাম। শেষে আমরা যে আদর্শটী দিতেছি, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা বিবেচনা করিয়া, এইখানে খুলিয়া দিলাম :—

তারিখ।	সাবেক জের	আমদানি	মোট	রপ্তানি	মজুত
২০শে বৈশাখ	১৫০ বোরা	১০০	২৫০	২০০	৫০ বোরা
২১শে রোজ	৫০ ,,	৪০০	৪৫০	৩০০	১৫০
২২শে ,,	১৫০ ,,	৬০০	৭৫০	৪০০	৩৫০
	১৫০	১১০০	১২৫০	৯০০	৩৫০

আমরা আশা করি যে, সকলে এইরূপ ভাবে খাতা করিলে কার্য্যের খুব সুবিধা হইবে। দোকানের কর্ম্মকর্ত্তার প্রত্যহ Stock-বহি দেখা কর্ত্তব্য এবং এই দেখিয়া মালের খরিদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

---

7. GODOWN BOOK

বা

৭। গুদামের বহি।

গুদামের বহি Stock-বহির নকল মাত্র। যাঁহাদের ২।১টী গুদাম আছে, অথচ দোকানের নিকটে অবস্থিত, তাঁহাদের Stock-বহির দ্বারা কার্য্য চলিতে পারে। যাঁহাদের অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের গুদাম আছে, এবং দোকান হইতে দূর পড়ে, এবং যে সকল গুদামে সমস্তদিন মালের আমদানি রপ্তানি আছে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র গুদাম-বহি রাখা আবশ্যক। মনে থাকে যেন, ঐ গুদাম-বহি—Stock-বহি হইতে নকল করিয়া লইতে হইবে। দৈনিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গুদাম-বহি মিল করিয়া ও জমা খরচ করিয়া Stock-বহিতে তুলিতে

৮। কড়্চা বা তাগাদার বহি।

মূল খতিয়ান করিবার সময়, এই বহিখানি ঠিক করিয়া রাত্রেই সারিয়া রাখিতে হইবে, নহিলে তাগাদা করিবার সময় বিশেষ অসুবিধা হইবে। যাহাদের পত্রের দ্বারায় তাগাদা করিতে হয়, তাহাদের পত্র লিখিবার কালীন এই কড়্চা-বহিখানি সম্মুখে রাখিতে হয়। আর যাহাদের সহরে তাগাদা করিতে হয়, তাহাদের ঐ কড়্চা-বহিখানি দিলেই, তাগাদাদার বহিখানি দেখিয়া সহজেই তাগাদা করিতে পারিবেন। কড়্চা-বহি কি করিয়া লিখিতে হয়, তাহার আদর্শ দিলাম ঃ—

আদর্শ।

মতিলাল দত্ত——~~২০~~৲ ~~৪০~~৲ ~~২৬~~৲ ~~১১~~ ৮৲
হরিদাস দে——~~৪০~~৲ ~~২০~~৲ ১০৲
নীলমণি নন্দী—~~১০০~~৲ ~~২০~~৲ ~~৪০~~৲ ১৬৲

এইরূপ ভাবে ফর্দ্দ তুলিতে হইবে। মনে করুন, ১লা তারিখে এই সকল লোকের মাল গিয়াছে। এখন ১লা তারিখে রাত্রে খতিয়ান করিবার সময় ঐ বাকী টাকা উঠিল। ২রা তারিখে মতিলাল দত্তের ২০৲ টাকার মাল গেল এবং ৩০৲ টাকা জমা হইল। খতিয়ান করিবার সময়ে দেখা গেল যে, ২রা তারিখে জমা খরচ বাদে ৪০৲ টাকা পাওনা হইল। এখন ঐ ৪০৲ টাকা কড়চায় উঠিল। এই প্রকার প্রত্যহ ঐরূপ বাকী টাকা তুলিতে হইবে।

৯। হাতচিঠা-বহি।

লোকের সহিত দেনা-পাওনার জন্য, খতিয়ানের মতন একখানি বহিতে হাতচিঠা করা হয়। হাতচিঠা করার উদ্দেশ্য যে, খরিদ্দারের নিকট ⁄০ আনার রসিদ ষ্টাম্প* আঁটিয়া তাহার উপর সহি করিয়া লওয়া হইয়া থাকে, এবং সেই পৃষ্ঠায় যে সকল মালের আদান প্রদান হইবে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে তাহার দ্বারা জমা খরচ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে দেনা পাওনার কোন গোলযোগ থাকিবে না এবং টাকা অনাদায় হইলে, নালিশ করিলেই বিনা আপত্তিতে ডিক্রি হইবে? ইহাতে দেনাদারের আর চালাকি চলিবে না। কলিকাতার বাজারে হাতচিঠার চলন যথেষ্ট আছে। অন্যান্য সহরে লোকবিশেষে হাতচিঠা করা হইয়া থাকে। তা'ছাড়া গোলদারী দোকানে, উঠ্‌নো খদ্দেরের নিকট হাতচিঠা লওয়া হইয়া থাকে। এ নিয়ম খুব ভাল—গৃহস্থ খরিদ্দারগণ বাটীতে হিসাব রাখে না; অনেকে হিসাব গোলমাল করিয়া টাকা মারিবার চেষ্টা করে। হাতচিঠা থাকিলে তাহা হইবার উপায় নাই। তাহাদের ভয় থাকে, এবং নালিশ করিলেই টাকা আদায় হয়। আজকাল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সকলকার সহিত হাতচিঠা করা খুব দরকার!

☞ পরপৃষ্ঠায় আদর্শ দেখুন।

আদর্শ।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

সন ১৩১৮।

হিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন,

মোঃ—খুলনা।

জমা	খরচ
২২শে আষাঢ়—	১১ই জ্যৈষ্ঠ—
গুঃ নারাণদাস পাল—	লঙ্কা ২০ বোরা ১২/৮
জমা—	বোরা বাদ—॥০
গবর্ণমেণ্ট নোট—	১১॥০॥
ভিএ ১৪৪২৪২৮।০	দর ১০৲ হিঃ—১১৫৶০
১০ কেতা—১০০৲	বোরার দাম ৶০ হিঃ —৩৸০
	১১৮৸৶০
১৩ শ্রাবণ—	১০ই আষাঢ়—
জমা—	লবণ ১০ বোরা ২০/
গুঃ বেণী চাঁদ—	দর ২০ হিঃ—৪৫৲
নগদ—৪০৲	
১৪০৲	১৬৩৸৶০

হাত চিঠার টাকা পাই-পয়সা ছিটসমেত আখিরির পূর্ব্বে মেটান হইয়া থাকে,—এইটী সাধারণ নিয়ম; ইহার জের প্রায় যায় না। হাতচিঠাখানি মাল লইবার কালীন ও টাকা জমা দিবার কালীন—খরিদ্দারের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদের দ্বারায় লিখাইয়া লইতে হয়, এবং খাতাখানি মহাজনের নিকটে থাকিবে।

CATALOGUE.

১০। দোকানে কি কি জিনিস আছে, তাহার তালিকা-বহি।

ইহা বাঙ্গালি দোকানদারের নাই বলিলেই হয়? দোকান করিতে হইলে ইহার একটী হিসাব রাখা খুব দরকার। যাহার যেমন কারবার, তাহার সেইরূপ তালিকা রাখা দরকার। বড় বড় ফারমে ছাপান মূল্য তালিকা থাকে; কিন্তু বাঙ্গালি দোকানদারের মনেই ঐ তালিকা থাকে? দোকানের কর্ম্ম-কর্ত্তা অনুপস্থিত থাকিলে, খরিদদার আসিয়া ফিরিয়া যায়। দোকানে তালিকা-পুস্তক যেমন একখানি রাখা দরকার—তেমনি দোকানে রোজ তারিখে, যে মাল খরিদ করিবার দরকার, তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া রাখা উচিত; নহিলে গস্ত করিবার সময় সব কথা মনে পড়ে না।

এই তালিকাখাতার ভিতর, আমরা আর একটী আবশ্যকীয় বিষয় লিখিবার প্রস্তাব এখানে জানাইতেছি। ইহার দ্বারায় মহাজনদিগের একটী বিশেষ সুবিধা হইবে। যেমন আপনার তালিকাখাতায়, আপনার দোকানের আবশ্যকীয় মালের একটী তালিকা থাকিবে, ঐ সঙ্গে ঐ খাতার পিছনের দিকে, ঐ সকল মালের একটী বিবরণ থাকা চাই। তাহাতে লেখা থাকিবে যে,—

এই মাল কোথা হইতে আমদানি হয়? তাহার নওয়ালি কখন্? কোন্ সময় খরিদ করিলে সুবিধা হইতে পারে? কোন্ সময় সমস্ত মাল ক্রয় শেষ করা দরকার? এবং কখন্ মাল খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

উদাহরণ।

বুট—এখানে বুটের বিবরণ দেওয়া হইল।

বুট দেশওয়াল মাল;—নদিয়া জেলা, জিয়াগঞ্জ, পাকুড়, এবং বড়দানা—বরিয়া, মোকামা, পাটনা এবং মাজারি সাইজ ডিল্লি ও পঞ্জাব হইতে আমদানি হয়।

[illegible] শেষ হইতে বুটের নওয়ালি হয়; চৈত্র মাসে জোর আম-

আষাঢ় মাসে জল পড়িলে বাজার তেজ হয় এবং আশ্বিন মাস হইতে বিক্রয় আরম্ভ করিয়া, কার্ত্তিক মাসে বিক্রয় শেষ করা ভাল। অগ্রহায়ণ মাস হইতে মালে বিঁদি ধরিতে আরম্ভ হয়; অতএব সেই সময় সাবধান।

II. ADDRESS BOOK.

Address book এর অর্থ ঠিকানার বহি। সহরের লোকের ঠিকানা রাখিবার তত দরকার হয় না ;তবে কলিকাতার ন্যায় সহরে রাখিতে হয়। তাহা না হইলে সব সময়ে রাস্তার নাম ও নম্বর মনে পড়ে না। যাহাদের মফঃস্বলে কার্য্য আছে, তাহাদেরও নামধাম এই বহিতে রাখা দরকার। যাহাদের মোকাম হইতে মালপত্র আইসে, তাহাদেরও একটী বিশদভাবে নামধাম, তথাকার চলতা, ওজন, খরচা, খুচরামালের রেট ও পুরাগাড়ির রেট, ষ্টেসন হইতে বাজার কত দূর, কোন্ সময় নওয়ালি, কোন্ কোন্ জিনিস সেই মোকামে পাওয়া যায়—কখন্ তেজি মন্দা হয়, মালের খাদ কত, আমদানি কিরূপ এবং কত দিনে মাল আসিয়া পৌঁছে প্রভৃতি বিশদ ভাবে লিখিয়া রাখিতে হয়।

এখন খাতাখানি কিরূপ ভাবে বাঁধিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে লিখিতে হয়, তাহাই জানাইতেছি। আমাদের বিবেচনায় ৪ পেজি ডিমাই সাইজে অথবা গোটা ফুলস্কেপের সাইজে পিজবোড় দিয়া দপ্তরির দ্বারায় বাঁধিয়া লইলে ভাল হয়। এই খাতাখানি প্রতিবৎসরে বদল করিবার আবশ্যক হয় না। দুই দিস্তা কাগজে বাঁধাইলেই চলিতে পারে। খাতাখানি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগের কাগজগুলি সাদা বর্ডারের তিন দিকে রং দিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম অংশ সাদা, মধ্য অংশ লাল,—ও শেষ অংশ সাদা থাকিবে।

এখানে তিন অংশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম অংশে স্থানীয় খরিদদার ও দোকানদার প্রভৃতির নাম ধাম থাকিবে, ইহাতে সূচিপত্রের ন্যায় ক, খ, গ পত্রাঙ্ক দিয়া করিলে বেশ সহজে নাম বাহির করিতে পারা যাইবে। দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ মধ্যভাগের অংশে মফঃস্বলের খরিদদারদিগের নামধাম থাকিবে; শেষ অংশে মোকামের নামধাম ও বিবরণ থাকিবে। এইরূপভাবে এই খাতাখানি তৈয়ারি করিয়া রাখিলে বেশ সহজে কার্য্য সাধন হইবে। এই খাতাখানি ব্যবসার প্রাণস্বরূপ, অতএব ইহাকে খুব সাবধানের সহিত বাক্সে

১২। জাঁকড়-বহি।

জাঁকড় বহি বাঙ্গালীরা প্রায় আলাদা করেন না। খতিয়ানের বা চিঠার পিছনে লিখিয়া থাকেন। তবে যাহাদের ব্যাপারিয়ান কার্য্য বেশী আছে ও আড়তদারী কার্য্য আছে, তাহাদের একখানি স্বতন্ত্র জাঁকড় না রাখিলে চলে না। জাঁকড় খানিতে এক একটী পৃষ্ঠাতে, এক একটী বেপারীর নাম পত্তন করিয়া, তাহাদের মাল যে তারিখে আসিবে ও কত পরিমাণ কি জিনিস আসিল, তাহার জমা থাকিবে, এবং বিক্রয় হইলে, তাহা খরচ লিখিয়া জমা করিয়া রাখিতে হইবে। তা'ছাড়া যাহাদের নিজের মাল কোন আড়তদারের ঘরে বিক্রয়ের জন্য যদি পাঠান হয়, তবে তাহার জাঁকড় এই খানে রাখিতে হইবে। ইহার আদর্শ দেওয়া অনাবশ্যক।

13. ORDER BOOK.

১৩। অর্ডার-বহি।

ইহা বাঙ্গালিদের সেরেস্তার ভিতর নহে ? তবে আজকাল সুবিধা বিবেচনায় অনেকে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাস্তবিক যাহাদের অর্ডারি কার্য্য আছে এবং প্রত্যহ নানা জিনিসের অডার আসিতেছে ও যাইতেছে, তাহাদের এই বহি-খানি রাখা বিশেষ দরকার। ইহা দেখিয়া, কোন্ অর্ডার পাঠান হইল কিনা, এবং কোন্ অর্ডার বাকী আছে কিনা; সহজে বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ অর্ডার আসিলেই, অর্ডার-বহিতে সমস্ত বিষয় লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যেমন এই অর্ডার পাঠান হইবে, তাহাও উহাতে লেখা চাই। অর্ডার সাপ্লাই বা আড়তদারী কার্য্যে এই বহিখানি রাখা বিশেষ আবশ্যক। আমরা নিম্নলিখিত ভাবে বহিখানি রাখিতে লিখি। ইহা ফুলস্কেপের লম্বা দিকে খাতাখানি বাঁধা চাই—তাহা না হইলে সুবিধা হইবে না।

অর্ডার-বহির আদর্শ।

কোন্ তারিখে অর্ডার আসে	গ্রাহকের নাম ও ধাম	জিনিসের জায়	কিসে মাল পাঠান হইবে	মাল পাঠানর তারিখ	মন্তব্য।
২০শে মাঘ	বটকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। পুরন্দরপুর পোষ্ট (জেলা বীরভুম,)	১০ বোরা ১নং ময়দা ৮ টিন মাহাড় ঘৃত ২ বোরা সুজী	মাল গাড়িতে যাইবে	২১শে মাঘ	
,,	রবিন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বর্দ্ধমান।	১ টীন শ্রী মার্কা ঘৃত	রেল পার্শেলে যাইবে	২০শে রোজ	ইহা ভিঃ পিঃ করিতে হইবে
২১শে রোজ	নারাণদাস দে, দানাপুর।	কুইনাইন ২ ফাইল	পোষ্টাল পার্শেলে যাইবে	২১শে রোজ	১৲ টাকা জমা বাদে বাকী টাকা ভিঃ পিঃ করা হইবে।
,,	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৪নং এলগিন রোড এলাহাবাদ।	১বাক্স প্রাইজের মোমবাতি	ষ্টিমার গুড্‌সে যাইবে	২৩শে রোজ	

14. V. P. BOOK.

১৪। ভিঃ পিঃ বহি।

যাহাদের মফঃস্বলে অর্ডার সাপ্লায়ের কার্য্য আছে, তাহাদের স্বতন্ত্র একখানি ভিঃ পিঃ খাতা রাখা খুব আবশ্যক। ভিঃ পিঃ খাতা না থাকিলে, কাহাকে ভিঃ পিঃ করা হইল, এবং কাহার টাকা আসিল, কি না আসিল, ইহার দ্বারায় সহজে জানিতে পারা যায়। টাকা আসিলেই চিঠাতে জমাখরচ করিয়া ইহাতে লিখিতে হইবে। অনেকে ভিঃ পিঃতে মালের অর্ডার দিয়া শেষে ভিঃ পিঃ ফেরত দেন। তাহাতে মহাজনের বড়ই লোকসান হয়। মাল যাতায়াতের মাশুল, মালের তেজি মন্দায় লোকসান, মাল ভাঙ্গিয়া গিয়া লোকসান প্রভৃতিতে মহাজনের অনেক ক্ষতি হয়। সেইজন্য অপরিচিত ব্যক্তিকে সহজে ভিঃ পিঃ করা উচিত নহে, বিশেষতঃ, যে মাল পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং যে মাল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহা বিনা advanceএ ভিঃ পিঃ করা উচিত নহে? সেই জন্য খরিদ্দারকে পূর্ব্ব হইতে জানান আবশ্যক যে—অর্ডারের সময় মালবিশেষে দামের অর্দ্ধেক ও সিকি টাকা অগ্রিম পাঠান আবশ্যক। কিছু টাকা অগ্রিম না পাইলে ভিঃ পিঃ করা উচিত নহে। ভিঃ পিঃ বহিখানি ও অর্ডার বহির মতন ঐরূপ সাইজে হওয়া আবশ্যক—এবং নিম্নলিখিত আদর্শমতে লেখা কর্ত্তব্য ঃ—

☞ পরপৃষ্ঠায় আদর্শ দেখুন?

ভিঃ পিঃ আদর্শ।

কোন্ তারিখে পাঠান হইল।	গ্রাহকগণের নাম ধাম।	জিনিসের নাম।	অগ্রিম কত টাকা আইসে।	কত টাকা ভিঃ পিঃ করা হইল।	কবে টাকা আসিল।	রিমার্ক।
২২শে পৌষ—	সুরেন্দ্রনাথ রায়, পোষ্ট বোলপুর, জেলা বীরভূম।	১ বাক্স সাবান ভাল বার-সোপ—৫৲ প্যাকিং ও ভিঃ পিঃ খরচাদি— ।/০ ৫।/০	১৲	৪।/০	২৬শে পৌষ	ভিঃ পিঃ ফেরত আইসে।
২৩শে রোজ—	নীলরতন সেন, মেমারি।	১২নং বাল্তি ১ ডজন— ৪৸৵০ বড় আয়না ৩নং ১ ডজন— ১৪৲ প্যাকিং ও ভিঃ পিঃ— ১৲ ১৯৸৵০	৪৲	১৫৸৵০	২৯শে পৌষ	
২৪শে রোজ	নীরদচন্দ্র মিত্র বিটা।	১নং রজর্সের ছুরি ১ ডজন— ৬৲ ভিঃ পিঃ ও প্যাকিং ॥০ ৬॥০	নাই	৬॥০	২৮শে তারিখে	

15. Railway Receipt & Steamars Bill of Lading Copy Book.

১৫। রেলের ও ষ্টীমারের রসিদের নকল-বহি।

যাঁহাদের রেল ও ষ্টীমারে সর্ব্বদা মাল যায়, তাঁহাদের এইরূপ একখানি খাতা রাখা বিশেষ আবশ্যক। মাল চালান হইয়া যখন রসিদ হাতে আসিবে, তখন উহার নকল লইয়া তবে রসিদখানি পাঠান উচিত। ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের দরকার হইলে, ইহার দ্বারা অনেক কার্য্যের সাহায্য হইবে। নিম্ন-লিখিত আদর্শ-মত রসিদের নকল-বহি এইরূপ ভাবে রাখিতে হয়। রেলে মাল খোয়া যাইলে বা কমি-কম্তা হইলে সহজে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া সাধারণ লোকে রেলের আইন-কানুন জানেন না বলিয়া, ২।১ খানি দরখাস্ত করিয়া উঠিতে পারে না। সেই অভাব দূরীকরণ করিবার জন্য আমরা এখানে একটী রেলওয়ের Claims বিভাগ খুলিয়াছি। যাহার যে কোন মাল খোয়া যাউক না কেন, আমাদের সহিত বন্দোবস্ত করিলে, আমরা আদায় করিয়া দিতে পারি।

আমাদের ঠিকানা—

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ,

পোষ্ট—লক্ষীসরাই, জেলা—মুঙ্গের।

☛ পরপৃষ্ঠায় আদর্শ দেখুন।

রসিদের আদর্শ।

তারিখ।	কে পাঠাইতেছে।	গৃহীতার নাম।	কোন্ ষ্টেশন হইতে যাইতেছে।	কোথায় যাইতেছে।	জিনিসের জাত	ওজন	রেট	মাশুল	মার্কা নং	রসিদ নং	রিমার্ক
২০ মে	মহানন্দ দাঁ	দীননাথ দে	হাওড়া	দানাপুর	৪ বোরা লঙ্কা	২/০	৸৶পা:	১৸/০	৪৬৪	৪৬৮২	
২৮ মে	ঐ	কার্ত্তিকচন্দ্র পাল।	শিয়ালদহ	রাণাঘাট	৮ পিপা বিঃ মাটী	২৪/০	৶২	৩।০	১৬০	৩৪৬	
২৯ মে	পাঁচকড়ি চন্দ্র	মহানন্দ দাঁ	পাটনা	হাওড়া	২৮ বোরা বুট	৬০/০	।০	৩০৲	৪৮২	৯৬৫	১ বোরা কম আইসে

16. Letter Copy Book.

১৬। চিঠির নকল-বহি।

চিঠির নকল-বহি বাঙ্গলা সেরেস্তায় নাই বলিলেই হয়। ইহা কেবল—জমিদারী সেরেস্তায় আছে। বাঙ্গালি মহাজনদীগের যত বড় কার্য্য হউক না কেন, চিঠির নকল-বহি থাকে না। তাহারা এত ঝনঝাট করিতে চান না? তা'ছাড়া এই সকল সরঞ্জাম করিতে হইলে মুহুরির দরকার। বাঙ্গালির দোকানে যেরূপ কার্য্য, তদুপযুক্ত লোক থাকে না; পাঁচজন লোক থাকিলে—দিবসের মধ্যে সকলকেই, কিছু কিছু, সকল রকম কাজই করিতে হয়। তাহার উপর আবার, এই সকল চিঠির নকল রাখা, stock-বহি রাখা, প্রভৃতি করিতে হইলে ২৪ ঘণ্টা সময়েও সংকুলান হয় না। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এবং ঠিকমত কার্য্য করিতে হইলে, চিটির নকল রাখা খুব দরকার।—সমস্তটা না হয়—কতকটা সারাংশ রাখাও প্রয়োজন। সাহেবদের ফারমে এ সকল কাজে বেশ পাকা বন্দোবস্ত আছে; কাজেই তাঁহাদের কার্য্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে না। ধনী ও অংশীদারদিগের মধ্যে সহজে কোনপ্রকারে সন্দেহ বা মনোমালিন্ত হয় না। সাহেবদের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারে আজকাল অনেকে চিঠির নকল-বহি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

চিঠির নকল কি করিয়া রাখিতে হয়?

চিঠির নকল করিতে যদি সময়ে না কুলায়, তবে copying কালির দ্বারায় লিখিয়া Press copy করিলে অনেক সময় কম লাগে, অথচ পাকা কাজ হয়। তাহাপেক্ষা আর একটা সহজ উপায় আছে;—তাহাতে এক লেখাতেই দুই কাজ হইবে। রেলের যেমন রসিদ-বহি আছে, সেই ভাবে চিঠির খাতা বাঁধিয়া রাখুন, এবং "কার্ব্বন-পেপার" দিয়া পেনসিলের দ্বারা পত্র লিখুন;—তাহা হইলে খুব সহজে কার্য্যসাধন হইবে। পেনসিলে লেখা কাগজখানি খাতায় থাকিয়া যাইবে এবং নীচেকার কাগজখানি পাঠাইয়া দিবেন।

পত্র লেখার দোষ।

মহাজনী করিতে হইলে, চিঠিপত্রাদি খুব গোপনে রাখিতে হয় ও লিখিতে হয়; নতিলে ব্যবসার গূঢ়তত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িলে কার্য্যের ক্ষতি হয়। এক পয়সা বাঁচাইবার জন্য খামে কেহ পত্র দিতে চান না,—পোষ্টকার্ডে সারিয়া থাকেন। ইহা যে কত ক্ষতিকর, তাহা পাকা ব্যবসাদার ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারেন না। সাহেবেরা সামান্য কথা হইলেও কখনও পোষ্টকার্ডে পত্র লেখেন না।

উদাহরণ।

মনে করুন, আপনার আলীগড় মোকাম হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পত্র আসিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে, "সরিষার বাজার খুব নরম হইয়াছে, আরও নরম হইবার খুব সম্ভাবনা। অতএব মজুত মাল যাহা আছে বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন, এবং রেলে যাহা চালান দিয়া রসিদ পাঠাইয়াছি, তাহা ও মালের নমুনা দেখাইয়া, অদ্যই পাকা সওদা বিক্রয় করিবেন।"

এখন আপনি হয়ত দোকানে অনুপস্থিত; পিয়ন পত্রখানি আপনার গদিতে ফেলিয়া দিয়া গেল। আপনার উপস্থিত কর্ম্মচারীরা তত লক্ষ্য করিল না। দোকানে হয়ত দুই একজন খরিদ্দার বা দালাল বসিয়া আছে। তাহারা হয়ত ঐ পত্রখানি উল্টাইয়া পড়িয়া লইল এবং উহার মর্ম্ম বুঝিয়া বাজারে ঐ সংবাদ প্রচার করিল। বলুন দেখি,—এখন আপনি কি আর সমস্ত মাল বাজার-দরে বিক্রয় করিতে পারিবেন কি? তা'ছাড়া পোষ্টকার্ডে সকল বিষয় বিশদভাবে খুলিয়া লেখা চলে না এবং চিটিখানি ফাইলে রাখিবারও সুবিধা হয় না। এ বিষয়ে এক পয়সার জন্য কৃপণতা করা, কোন মতেই বুদ্ধিমান মহাজনের কর্ত্তব্য নহে। অতএব খামে পত্র লেখাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা। আমরা সকল মহাজনকেই এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি।

17. PROFIT & LOSS.

১৭। মোনফা খাতা।

বাঙ্গালিদের ফারমে এরূপ একখানি স্বতন্ত্র খাতা নাই। তবে কতক কতক খাতার পিছনে বা সাদা কাগজে বা ফর্দ্দের মধ্যে থাকে। কোন বিষয় জানিতে হইলে তের-যায়গায় হাতড়াইতে হয়। এই খাতাখানিতে ব্যবসার সারভাগ লেখা থাকিবে, অর্থাৎ রেওয়ার সম্পূর্ণ নকল ও কৈফিয়ৎ থাকিবে; অংশীদারদিগের অংশের বণ্টনের হার ও টাকা লেখা থাকিবে; ব্যবসার উন্নতি ও অবনতির কথা থাকিবে; প্রত্যেক বিষয়ের লাভালাভের তুলনা করা থাকিবে; কি কি মালে লাভ হইল এবং কি কি মালে লোকসান হইল, তাহার কারণ লেখা থাকিবে, গত বৎসরের সহিত প্রত্যেক বিষয়ের তুলনা করিয়া দেখা হইবে, কি করিলে কার্য্যের উন্নতি হয়, প্রভৃতি লেখা থাকিবে; ইত্যাদি।

এই খাতাখানি রেওয়া মিলের পর লিখিতে হইবে। দোকানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে স্বয়ং ধনীর সম্মুখে এই কার্য্য করিতে হইবে। দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের এই খাতা লিখিবার বা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। ইহা যেখানে সেখানে রাখা উচিত নহে; একেবারে লোহার সিন্দুকে ভাল করিয়া গোপনে রাখিতে হইবে। ইহার দ্বারা ধনী বা অংশী মহাশয়েরা ব্যবসার লাভালাভ সম্বন্ধে সহজে বুঝিতে পারিবেন। ছোটখাট ব্যবসায়ে এত ঝঞ্ঝাট করিবার আবশ্যক নাই; তবে যাঁহাদের বেশ বড় রকম কার্য্য, তাঁহাদের এইরূপ একখানি খাতা রাখা খুব উচিত। ইহা দেখিয়া কার্য্যের অনেক হদিস্ পাওয়া যায়; ধনী মহাশয়দিগেরও চক্ষু খুলে! হাতে কলমে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ খাতা একখানি রাখা খুব দরকার।

An easy way for an Account.

হিসাব রাখিবার একটী সহজ প্রণালী।

পাকাচিঠা ও খতিয়ানের দ্বারা সকলে হিসাব নিকাশ করিয়া থাকেন। পাকাচিঠা হইতে খতিয়ান হইলে, লোকের দেনা পাওনা ঠিক বুঝা যায়। কিন্তু এমন দোকানদার আছে যে, তাহারা দৈনিক খতিয়ান করিয়া উঠিতে পারে না, অথচ প্রত্যহ খরিদ্দারের নিকট পাওনা টাকার, তাগাদা না করিলে টাকা আদায় হয় না। খরিদ্দারও রকম রকম আছে; কেহ হয়ত সপ্তাহে, কেহ হয়ত মাসিক, আবার কেহ হয়ত রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া হিসাব চাহিয়া বসেন। দোকানদার যদি সেই সময় তাহাকে বাকী টাকা ঠিক না বলিতে পারে, তাহা হইলে খরিদ্দার অসন্তোষ হইয়া যায়। আমরা "মহাজন সখায়" "খরিদ্দারের প্রতি" বিষয়ে বলিয়াছি যে, "খরিদ্দারকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে"। যাহাদের লোকজন থাকে, তাহাদের এ কষ্টভোগ করিতে হয় না; কিন্তু যাহারা সর্ব্বেসর্ব্বা অর্থাৎ একলা, তাহাদের বড় অসুবিধা হয়। যাঁহারা নূতন দোকান করিতে থাকেন, তাঁহাদের এ ভোগাভোগ যথেষ্ট ভুগিতে হয়। আমরা অনেক স্থানে হাতুড়ে ডাক্তারদিগকে এই রোগে ভুগিতে দেখি। অনেক দিন আমরা ব্যবসায়কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এবং অনেক দোকানদারের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া, যাহা সহজ উপায় বুঝিয়াছি, তাহাই এই স্থলে খুলিয়া লিখিতেছি।

যাহাদের নিজের কাজ ও ছোট দোকান এবং যাহাদিগকে দোকানের সমস্ত কাজ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে এই প্রণালীতে কার্য্য করা সুবিধা-জনক। এক কাজ করুন। একটী কেরোসিন তৈলের বাক্সটীর চওড়া কাঠ খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার ভিতরে ৪০।৫০টী খোপর করিয়া ফেলুন,—যেমন ষ্টেসনের টিকিটের খোপর আছে—সেইরূপভাবে। খোপরের যে বিটের কাঠ থাকিবে, তাহা যেন অন্ততঃ অর্দ্ধ ইঞ্চি চওড়া থাকে। তাহার পর দুইধারে চারিখানি কব্জা দিয়া, আলমারীর মতন করিয়া তৈয়ারী করিয়া ফেলুন।

তাহার পর ঐ খোপরের উপরে খরিদ্দারের নাম লিখিয়া ফেলুন। এই সকল কাজ হইয়া গেলে, ঐ ছোট আলমারীটী দোকানে বসিবার স্থানের ডানদিকে রাখিয়া দিউন। এখন একখানি কাগজে ভাঁজ করিয়া খরিদ্দারের নাম লিখিয়া উহাতে জমা খরচ রাখুন। খরিদ্দার ধার লইলে বা টাকা জমা দিলে সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া তাহার নামের খোপরে রাখিয়া দেন। এইরূপভাবে সাজাইয়া লইলে সহজে দেনা পাওনা ঠিক করা ও তাগাদা বেশ চলিবে এবং খরিদ্দার হিসাব দেখিতে চাহিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেইটী দেখাইয়া দিলে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে। আমরা আশা করি, যাহাদের অল্পবিস্তর কার্য্য, তাহাদের পক্ষে এরূপ ধরণের কার্য্য করা খুব সুবিধা। ইংরাজিশিক্ষিত অনেক বাঙ্গালি মহাশয়েরা নূতন দোকান করিতে গিয়া—হিসাব রাখিতে লেজে-গোবরে হইয়া পড়েন।—আমাদের লিখিত প্রণালীমত কার্য্য করিলে, আর তাঁহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

প্রথম বিভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বিভাগ।

ACCOUNT AND AUDIT SECTION.

হিসাব ও খাতার রুজু দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ।

খাতাপত্র লেখা ও খতিয়ান হইলেই যে কার্য্য শেষ হয়, তাহা নহে। সেই সকল বিষয়ে পুনরায় হিসাব করিয়া ও রুজু দিয়া দেখা চাই,—নহিলে ভুল ধরা পড়ে না। সেই ভুল ধরিবার জন্য ইংরাজদিগের কার্য্যে আলাহিদা একটী Audit section আছে—এবং Inspector নিযুক্ত আছে। তাঁহারা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি ছয়মাসে ও প্রতি বৎসরে—হিসাব পরীক্ষা করিয়া একটী রেওয়া বা balance sheet তৈয়ারী করেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহাদের খাতা নির্ভুল থাকে। আর আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত! যত লোকজন থাকুক না কেন, কেহ কোন বিষয়ের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে না? অথচ সকল কার্য্যই করিতে হয়,—তা' ছ'মাসের কাজ ছ'দিনে হউগ—আর দশ দিনে হউক! মোট কথা, আমাদের খাতাপত্র যেন-তেন-প্রকারেন একবার রুজু দেওয়া হয়। বাস্তবিক, সঙ্গে সঙ্গে জমা খরচ, খতিয়ান, নগদান ও অন্যান্যখাতা দৈনিক শেষ করিয়া রাখিলে, রুজু দেওয়ার পক্ষে বেশী সময় লাগে না। এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমরা বিশদভাবে লিখিয়াছি; এখন যতদূর সম্ভব আমাদের কর্ত্তব্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

সকল কার্য্যের একটী নিয়ম করা ভাল। সেই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে কাহাকেও নানা বিষয়ে হাতড়াইতে হয় না। সেইজন্য রুজু দিতে

হইলে, কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এবং কোন্ সময়ে তাহা করা উচিত, তাহা নিম্নে বিশদভাবে লেখা হইল। আমাদের বিবেচনায় কর্ম্মচারী-দিগের সুবিধার জন্য দৈনিক ও সপ্তাহিকের কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহা একখানি কাগজে লিখিয়া, পিজ্‌বোর্ডে আঁটিয়া, দোকানে টাঙ্গাইয়া রাখিলে ভাল হয় ও সহজে সকলকার নজরে পড়ে।

---

1. DAILY WORK.

১। দৈনিক কার্য্য।

পূর্ব্বে খাতাপত্র বাঁধান, ও কি করিয়া লিখিতে হয়, তাহা বিশদভাবে লিখিয়াছি; এখন দৈনিক কার্য্যের কথা পুনরায় লিখিতেছি। দোকানের খাতাপত্র সঙ্গে সঙ্গে লিখিলে সময় কম লাগে, অথচ কার্য্য ঠিক হয়; কাজেই প্রত্যহ ঐ সমস্ত খাতাগুলি লেখা আবশ্যক। দোকানের কর্ম্মকর্ত্তার এ বিষয়ে যেন বিশেষ নজর থাকে। দিবসের বিক্রয়-কার্য্য সমাধা করিয়া, রাত্রে যে কোন প্রকারে হউক, খাতা সারিয়া রাখা কর্ত্তব্য! এ বিষয়ে লোকের কৃপণতা করা কোন মতেই উচিত নহে। প্রাতঃকালে দোকান খুলিলেই, ধনীর ঐ বিষয় সর্ব্বাগ্রে দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

---

2. WEEKLY WORK.

২। সাপ্তাহিক কার্য্য।

বাঙ্গালীর কার্য্যে রবিবার নাই। দিন রাত খাট—তবুও ধনীর মন পাওয়া যায় না! কর্ম্ম করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, অথবা পাঁচ জন কর্ম্মচারী থাকিলেও কার্য্যের বিভাগ নাই। যতগুলি কর্ম্মচারী থাকুক না কেন, সকলকেই

সে কাজ এইরূপই হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায়, ঐ সকল সাবেকী চাল ছাড়িয়া দিয়া, ঠিকমত কার্য্য করিলে, ব্যবসার উন্নতি বই—অবনতি হইবে না। যাহা হউক, এখন ইংরাজের আমলে রবিবার বিশ্রামের দিন। ঐ দিনে লোকে নানাপ্রকার সাংসারিক কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব আমরা ও সাপ্তাহিক কার্য্য রবিবার দিন নির্দ্ধারিত করিলাম। এখন রবিবারে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাই লিখিতেছি :—

রবিবারের প্রধান কার্য্য চেক check করা ও রুজু দেওয়া। ছয় দিনে যে সকল খাতাপত্রে লেখা হইল, ঐ সকল লেখায় কোন ভুল আছে কি না, অথবা কোন জমা খরচ করিতে বাকী আছে কি না, প্রভৃতি দেখা ও লেখা রবিবারের প্রধান কর্ম্ম।

১। হাওলাতি জমাখরচ বাকী আছে কি না; যদি বাকী থাকে, তবে সেই দিনে তাগাদা করা উচিত। যদি না হয়—তবে নামে খরচ লিখিয়া যেন খোতেন করা হয়।

২। ছয় দিনের মধ্যে কোন তহবিল কমতা বা বেশী হইয়াছে কি না; যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যদি এক হাতে তহবিল থাকে, তবে তাহার নামে খরচ লেখা উচিত।

৩। সকল বিষয়ে রুজু দিতে হইলে, নীল ও লাল পেন্সিলে দেওয়াই সুবিধা। নীল দাগ রুজুতে ব্যবহার হইবে এবং লাল দাগ কোন ভুল-চুকে ব্যবহার হইবে। এক এক বিষয়ের রুজুর—এক একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন খাতায় দেওয়া চাই। তাহা না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। মনে করুন, চিঠা ও নগদান রুজু দেওয়া হইবে। এখন দুই খাতার।/ চিহ্ন দিলে—বুঝিতে পারা যায়—যে নগদান চেক হইয়াছে। এই প্রকার সকল রুজুতে একটী করিয়া চিহ্ন দেওয়া চাই।

৪। চিঠাতে সকল বিষয়ের জমা খরচ হইয়াছে কি না। অনেকের পকেট-বুকে, নোটবুকে ও ছিল্‌তা কাগজে টোকা-টাকা থাকে, আবার কতক বা মনের মধ্যেও থাকে। কি রকম জানেন? এই এক জন লোক হ'য়ত দুই বোরা চাউল লইয়া গেলেন; তিনি বলিয়া গেলেন যে, "বোরার দাম জমা-খরচ করিবেন না,—আমি পরশু রোজ এই বোরাই ফেরত পাঠাইব।" কিন্তু কাজের গতিকে তিনি ভুলিয়া গেলেন, অথচ মহাজনের খাতায় খরচ পড়িল

না এবং কর্ম্মচারী মহাশয়েরও মনেতে কথাটা মিশাইয়া গেল,—কাজেই সে স্থানে সেই বোরার দাম ধনীর লোকসান হইল! এ সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া রবিবারে জমা-খরচ করিয়া লইতে হইবে।

৫। চিঠা হইতে যে খোতেন হইয়াছে, তাহার রুজু দেওয়া ও চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক।

৬। চিঠাতে যে সকল মালের ও চালানের আদান-প্রদান হইয়াছে, সেই সমুদায়ের একবার দামকসা, ঠিক দেওয়া, কোন item ছুট হইয়াছে কি না দেখিয়া, ভুল-চুক সেই দিনে জমা খরচ করিতে হইবে; এবং যে সকল খরিদ্দারের নামে ভুল হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোকদ্বারা বা পত্রের দ্বারা জানাইয়া জমা খরচ করাইয়া লইতে হইবে। তাহা না লইলে আখিরির সময় হিসাবের তফাৎ পড়িবে।

৭। চিঠার প্রত্যেক পাতাতে দেখা চাই,—সমস্ত কলম খোতেন হইয়াছে কি না, নগদানের চিহ্ন আছে কি না, খোতেনের চিহ্ন আছে কি না। ইহাতে খোতেন ছুট হইলে সহজে ধরা পড়িবে।

খরিদ্দারের কথা।

মানুষমাত্রেরই ভুল হয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; এ বিষয়ে কেহ ওজর করিতে পারে না। যতই সাবধানে খাতাপত্র লেখা হউক না কেন, যতই রুজু দেওয়া হউক না কেন, তবু ভুল থাকিয়া যায়! যদি দেনা-দারের হিসাবে ভুল থাকে, তাহা হইলে দেনাদারেরা সেই ভুল দেখাইয়া দিয়া, ঠিক পাই পয়সা আদায় লইয়া থাকেন। আর যদি পাওনাদারের নিকট আপনার ভুল হয় অর্থাৎ দাম কসিতে বা খোতেন করিতে ভুল হয়, তাহা হইলে সহজে তাঁহারা দেখাইয়া দেন না। আমরা এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

বাঙ্গালী মহাজনেরা ঠকাইতে পারিলে ছাড়েন না। আপনি তাহাদের নিকট দোফর্দ্দ চান, কিছুতেই তাহারা দিবেন না; বরং আপনার নিকট চাহিয়া বসিবে। সপ্তাহের মধ্যে ভুল হইলে, তাহা সহজেই সংশোধন করা যায় এবং সহজে খরিদদারে স্বীকার করে; কিন্তু বেশী দিনের হইলে, তাহারা নানা

অছিলা করিয়া শেষে ভাং-চুর করিয়া মিটাইতে বলে। ইহাতে আপনাকে শেষে লোকসান দিতে হয়। ব্যবসার সময়ে আপনার লোককেও লোকে পর ভাবে। সকলেরই নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি থাকে, কাজেই ঠকাইতে পারিলে ছাড়ে না। অতএব এই সকল বিষয়ে খুব সাবধানের সহিত কার্য্য করিতে হয়।

---

3. Yearly Work.

৩। বাৎসরিক কার্য্য।

সাপ্তাহিক কার্য্যের পর-মাসিক ও ছয় মাসিক কার্য্য দেখিতে পারিলে খুব ভাল হয়। ইহা ইংরাজ বণিক্‌দিগের আপিসে হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে অত লোক-জন নাই বলিয়া, আমরা আর বেশী বাড়াবাড়ি করিলাম না; তবে বাৎসরিক কার্য্য সকলেই করিয়া থাকেন। বৎসরের শেষে আখিরির সময়, যাঁহার যেমন কার্য্য, তিনি সেই সময় অর্থাৎ নূতন খাতার পূর্ব্বে একবার হিসাব-নিকাশ হেস্তনেস্ত করিয়া থাকেন। বাৎসরিক কার্য্যে কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহাই লিখিতেছি,—

১। সাপ্তাহিক কার্য্যের সমস্ত বিষয়গুলি পুনরায় লক্ষ্য করিতে হইবে।

২। সমস্ত মহাজন ও খরিদ্দারদিগের সহিত এক দফা হিসাব মিল করিয়া পাই পয়সা ছিট আদান প্রদান করিতে হইবে। এ-পক্ষে যেন বিশেষ নজর থাকে।

৩। নববর্ষের খাতার প্রথম সপ্তাহে, পুরাতন খাতার জেরের সহিত নূতন খাতার জেরের রুজু দিতে হইবে।

৪। যদি Out-agency অর্থাৎ মোকামী কার্য্য থাকে, অথবা অন্যান্য স্থানে, যদি পাঁচটি কারবার থাকে, তবে এই সময় সমস্ত হিসাব নিকাশ করিয়া একখানি Balance-sheet বা রেওয়া তৈয়ারী করিয়া মনফা দেখিতে হইবে।

৫। যাহাদের বন্ধকী-কার্য্য (Mortgage) আছে, এই সময় শূলে-পড়া জিনিস একদফা বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা করা আবশ্যক। যদি নালিশ করিতে হয়, তবে তাহাও করা কর্ত্তব্য।

৬। বৎসরের শেষে দোকানের অবিক্রীত মাল, অথবা যে মাল খারাপ হইয়া যাইতেছে, ভাঙ্গাচোরা টীন ও বাক্স, পুরাতন রদ্দি বোরা প্রভৃতি এক দফা বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে; এবং দোকান-ঘর, গুদাম, বাসাবাটী প্রভৃতি একবার পরিষ্কার করিয়া দাগরাজী ও মেরামত করিয়া কলি ফিরাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

৭। বৎসরের শেষে দোকানের ও বাসার আসবাব-পত্র ও তৈজস-পত্রের একটী তালিকা করিয়া রাখা উচিত এবং গত বৎসরের তালিকার সহিত মেল করিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

৮। বাৎসরিক খোতেনের ঠিক দেওয়া হইলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি কি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার কি প্রতিবিধান করিতে হইবে?

ইমসন কত টাকা বাসাখরচ খাতায় পড়িল? গত সনে কত পড়িয়াছিল? বেশী হইল, কি কম হইল? কেন হইল, তাহার কারণ মোনফা খাতায় লিখিতে হইবে।

এই রূপভাবে বাজে-খরচ খাতা, চিঠিয়ান খাতা, মাল-খরিদ-বিক্রী খাতা, গুদামভাড়া খাতা, সংসার-খরচের খাতা প্রভৃতি যত রকম খরচের পত্তন আছে, সমস্ত বিষয়ের একটী কৈফিয়ৎনামা মোনফা-খাতায় লিখিতে হইবে।

Balance Sheet বা রেওয়া মিল করা। এইটী বড় শক্ত কার্য্য। বেশ পাকা লোক না হইলে এ কার্য্য করিতে পারে না। রেওয়া মিল যতদূর সূক্ষ্ম করিতে পারা যায়, চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের হিসাবপত্র করিয়া একদফা দেনা-পাওনা বাহির করিয়া মোনফা বা লাভ-লোকসান ঠিক করাকে রেওয়া মিল বলে। অতএব আখিরীর দুই চারিদিন পূর্ব্বে দোকানের খরিদ বিক্রয় বন্ধ রাখিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে। কি করিয়া রেওয়া মিল করিতে হয়, তাহার আদর্শ দেওয়া হইল।

আদর্শ।

রেওয়া মিল।

জমা	খরচ
(অ) সমস্ত মজুত মাল ওজন করিয়া তাহার উপস্থিত পড়তা দর ধরিয়া যে দাম হইবে, তাহাই জমা করিতে হইবে।	(ক) বাজারের দেনা কত টাকা তাহা হিসাব করিয়া খরচ লিখিতে হইবে।
	(খ) হাওলাতি দেনা যদি থাকে, তবে খরচ লিখিয়া ধরিতে হইবে।

জমার জের

(আ) খরিদদারের নিকট হিসাব নিকাশ করিয়া যে টাকা পাওনা হইবে, তাহা জমা করিতে হইবে।

(ই) নূতন বোরা, পুরাতন বোরা, খালি টীন, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি এক-দফা বিক্রয় করিয়া দাম জমা করিতে হইবে, এবং যাহা মজুত থাকিবে তাহারও একটী দাম ধরিয়া জমা করিতে হইবে।

(ঈ) দোকানের ও বাসার যে সকল তৈজস-পত্র আছে, তাহার ফর্দ্দ করিয়া একটী মোটামুটী দাম জমা করিতে হইবে। যদি কোন printed form থাকে, তাহাও এই সঙ্গে জমা করিতে হইবে।

(উ) বাহিরে যদি কোন আড়ত-দারের নিকট নিজের মাল বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে, তাহার একটী পড়তা দাম ধরিয়া জমা করিতে হইবে।

(ঊ) নগদ টাকা তহবিলে শেষ-দিনে কত মজুত আছে, জমা করিতে হইবে।

(ঋ) সুদের টাকা যদি কাহারও নিকট পাওনা থাকে, তবে হিসাব করিয়া জমা করিতে হইবে।

(৯) মালের খরিদ বিক্রয়ে লাভ হইলে, সেই জিনিসের হেডিং দিয়া জমা করিতে হইবে, এবং লোকসান হইলে খরচের দিকে খরচ লিখিতে হইবে।

খরচের জের

(গ) সুদের দেনা যদি বাকী থাকে, তবে হিসাব করিয়া এই খানে ধরিতে হইবে।

(ঘ) যদি অনাদায় টাকা আদায় হইবার উপায় না থাকে, তবে এই খানে ধরিতে হইবে।

(ঙ) Establishment Expense অর্থাৎ দোকান-খরচ খাতা আলাদা কলমে খরচ লিখিতে হইবে।

দোকান-ভাড়া, বাটী-ভাড়া ও গুদাম ভাড়া ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন, চাকর-দিগের মাহিয়ানা,—চিঠিয়ান খাতা, বাসাখরচ খাতা,—বাজেখরচ খাতা,—ইন্সিওরেন্স্ খাতা,—বিজ্ঞাপন দিবার খরচ,—ইনকাম টেক্স খাতা,—চৌকী-দারী খাতা,—মকর্দ্দমা-খরচ খাতা, বাট্টা-খাতা, সুদের খাতা, খুচরা খরচ খাতা, প্রভৃতি যত রকম খরচের হেডিং আছে, তাহা এই দিকে লিখিতে হইবে।

শেষে দুই দিকের ঠিক দিয়া, কত লাভ লোকসান হইল, তাহা সহজে বেশ বুঝিতে পারা যায়। মোটামুটী যে pointগুলি দিলাম, এই গুলি ধরিয়া কার্য্য করিলে রেওয়া মিল করিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। অগ্রে একখানি কাগজে সমস্ত বিষয়ের ফর্দ্দ করিয়া লইয়া, উহা হইতে এইরূপ ভাবে সংক্ষেপে করিতে হয়। তাহার পর প্রতিবৎসরে ঐ সেরেস্তার নকল দেখিয়া কার্য্য করিলে, খুব সহজে কার্য্য হইবে। নিম্নের আদর্শ দেখিয়া বুঝুন।

আদর্শ।

রেওয়া মিল।

জমা		খরচ	
বুট ৫০০/ দর ২৲ হি	১০০০৲	নারাণচন্দ্র নন্দী	২২০৲
গম ১০০০/ ,, ৩৲ হি	৩০০০৲	দীনবন্ধু দে	২০০০৲
নারাণচন্দ্র দেব	৫০০৲	হলুদের লোকসান	৫০০৲
বিপিনবেহারী দত্ত	৪০০৲	কর্জ্জের দেনা	২৫০০৲
নুতন বোরা ২০০ খানা	৫০৲	সুদের দেনা	২৫০৲
পুরাতন ১০০০ ,,	১৮৭॥০	অনাদায় টাকা	৪৩৫৲
খালিটীন ৫০০ ,,	৯৩৸০	Establishment Expense প্রভৃতি	২৫০৪৲
বাক্স ১০০ টা ,,	১৪৲	(৬) Item এর যত প্রকার খরচ আছে জায় দিয়া	৫০০০৲
দোকানের জিনিস	১১৫৲		১৩,৪০৯৲
বাসার জিনিস	১০০৲		
Printed forms ও ষ্টেসনারি জিনিস	২৫০৲		
বাহিরে মজুত মালের দাম উপস্থিত বাজার-দরে সর্ব্ব রকমে	২২০০৲		
তহবিল মজুত	৩২৬৸৴০		
বেঙ্গলব্যাঙ্কে	৬২৮৪৸০		
সুদের পাওনা	৮৪৬৸০		
সরিষাবিক্রয় লাভ	২৫০৲		
লঙ্কা বিক্রয় লাভ	৬৩৫৲		
	১৬,২৫৩॥৴০		
বাদ খরচ	১৩৪০৯৲		

ইহাকেই বলে Nett-Income. অর্থাৎ খরচ-খরচা বাদে খাঁটি লাভ।

কেহ কেহ মনফা-খাতাতে একজাই দেনা-পাওনা, একজাই জমা-খরচ ও রেওয়া আলাদা করিয়া লিখেন। আমরা আলাদা করিয়া তাহার আদর্শও দিলাম।

একজাই দেনা-পাওনা।

দেনা		পাওনা	
নারাণচন্দ্র দে	৫০০৲	নারাণচন্দ্র নন্দী	২২০৲
বিপিনবেহারী দত্ত	৪০০৲	দীনবন্ধু দে	২০০০৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক	৬২৮৪৸০		২২২০৲
	৭১৮৪৸০		

একজাই জমা খরচ।

জমা		খরচ	
বুটের মজুত দাম	১০০০৲	হলুদের লোকসান	৫০০৲
গম মজুত দাম	৩০০০৲	কর্জ্জের দেনা	২৫০০৲
নূতন বোরা	৫০৲	সুদের দেনা	২৫০৲
পুরাতন বোরা	১৮৭॥০	অনাদায়	৪৩৫৲
খালি টীন	৯৩৸০	Establishment	২৫০৪৲
খালি বাক্স	১৪৲	ও Item এর খরচ	৫০০০৲
দোকানের জিনিস	১১৫৲		১১১৮৯৲
বাসার জিনিস	১০০৲	বাদ জমা	৮৭৪২৲
ছাপান ফারম	২৫০৲		২৪৫৭৲
বাহিরে মজুত মাল	২২০০৲		
সুদের পাওনা	৮৪৬৸০		
সরিষার মনফা	২৫০৲		
লঙ্কার মনফা	৬৩৫৲		
	৮৭৪২৲		

Nett Income.

রেওয়া বা নিকাসী জমা-খরচ।

সন ১৩১৭ সালের ১লা বৈশাখ নাং ৩০শে চৈত্র তক।

দেনা——৭১৮৪৸০
মজুত তহবিল——৩২৬৸৶০
একজাই জমা——৮৭৪২৲

মোট ... ১৬২৫৩৸৶০
বাদ——১৩৪০৯৲

নিট মনফা——২৮৪৪৷৶০

পাওনা——২২২০৲
একজাই খরচ——১১১৮৯৲

মোট ... ১৩৪০৯৲

Out-Agency

বা

মোকামের খাতা রাখা।

Out-Agency অর্থাৎ মোকামের খাতাপত্র কি করিয়া রাখিতে হয়, তাহার বিষয় এখানে লিখিতেছি। "মহাজন-সখার" প্রথম ভাগে মোকামী গোমস্তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, চিঠিপত্রাদি লেখা, মাল খরিদ-বিক্রয় ও চালান সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিয়াছি। এখন সদর-গদীতে খাতাপত্র কি করিয়া রাখিতে হয় তাহাই লিখিতেছি।

সদর মোকাম (Head Office) হইতে যে সকল মালপত্র, বোরার বাণ্ডিল, টাকা পাঠান, হুণ্ডির ঠাকা ভুক্তান দেওয়া, মোকামী কর্য্যের জন্য লোক পাঠান প্রভৃতির খরচপত্র, কোন দ্রব্যাদি পাঠান প্রভৃতি বাবদে যে সকল খরচ হইবে, তাহা সেই মোকামের নামের হেডিং দিয়া জমা খরচ করিতে হইবে। হেডিং এই রকম লিখিতে হয়; যথা :—

"মুঙ্গেরের চালান খাতা"।

ঐ হেডিংএর খতিয়ান সদর-গদীর খাতায় মোটামুটী জমা খরচ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি চালান জমা খরচ করিয়া, সেই মোকামে পাঠাইতে হইবে। মোকামী কর্ম্মচারী মহাশয় ঐ চালান-মত মাল বুঝিয়া পাইয়া, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন এবং চালানদৃষ্টে জমা খরচ করিবেন। যদি কোন প্রকারে ভুল থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করিয়া সংশোধন করিবেন।

প্রত্যেক মোকামের জন্য সদর-গদীতে এক প্রস্থ করিয়া একখানি চিঠাবহি, একখানি খোতেন, একখানি চিঠির নকল-বহি, এবং পত্রাদি ও চালানের একটী ফাইল রাখা আবশ্যক। প্রত্যহ মোকাম হইতে যেমন একখানি করিয়া পত্র আসিবে, তেমনি ঐ পত্রের সঙ্গে একখানি করিয়া তথাকার পূর্ব্বদিনের জমা-খরচের হিসাব—আসিবে। সদর মোকামের কর্ম্মচারী মহাশয়েরা ঐ পত্রাদি ও জমা-খরচ—দেখিয়া, ঐ মোকামের চিঠাতে জমা-খরচ ও খতিয়ান করিয়া লইবেন। তাহা হইলে দোকানের মালিক, অংশীদার ও কর্ম্মকর্ত্তা ঐ খাতাপত্র দেখিয়া, মোকামের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পর হিসাব মিল করিবার যেরূপ প্রণালী লিখিয়াছি, সেই মত কার্য্য করিলে, বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এরূপভাবে বন্দোবস্ত করিতে গেলে, কিছু খরচপত্র বেশী হয়। আমাদের বিবেচনায় ধনী মহাশয়েরা ঐরূপ খরচপত্র করিয়া লাভবান হইতে পারিবেন। ইহাতে মোকামী কর্ম্মচারীরা খুব সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবে এবং চুরির পরিমাণও যথেষ্ট কমিবে।

কি কি বিষয় সংশোধন হয়?

রাতারাতি খাতা বদলান, খোতেনের পাত বদলান, বোরার গরমিল, তহবিলের টাকা খাটান, বিনা অনুমতিতে আমানত মাল খরিদ-বিক্রয় করা, কাঁড়ির কমি-কমতা, মালে খাদ বেশী হওয়া, মালে বাড়্‌তি ছাপান, চুপি চুপি বাড়ী চলিয়া যাওয়া, আল্‌টপ্‌পায় সওদা করা বা বিক্রয় করা, দরের কারচুপি খেলা, প্রভৃতির বিষয়ে অনেকটা দমন হইবে। আমরা আশা করি, ধনী মহাশয়েরা এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিলে, নিশ্চয়ই লাভবান হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

Service Regulation & Instruction.

কর্ম্মচারীদিগের কতকগুলি নিয়মাবলী ও উপদেশ।

বাঙ্গালির দোকানের কর্ম্মচারীদিগের কোন নিয়মাবলী বা উপদেশ নাই। তাঁহারা চাকরি করিতে আসিয়া যেন মাথা বিক্রয় করিয়াছেন। দিবারাত্র খাটিতেছেন, তত্রাচ ধনীর মন উঠে না? ছুটীর নাম করিলেই ধনী মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হন! বাঙ্গালীর কার্য্যে releaving hand বা বাড়্তি লোক নাই যে, সে স্থানে কার্য্য করিবে; কাজেই একটী লোক ছুটী লইলে কার্য্যের ক্ষতি হয় বলিয়া সহজে ধনী মহাশয়েরা ছুটী দিতে চা'ন না। কিন্তু তা' বলিয়া লোকের ছেলেপুলে ও সংসারধর্ম্ম, রোগ-শোক, পাল-পর্ব্ব, পূজাদি ত আছে। তা'তে ছুটী না পাইলে, তাহারা বাধ্য হইয়া চুপ-চাপ সরিয়া পড়ে।

এরূপ ব্যবস্থা কিন্তু ভাল নহে। এখনকার লোকে ইংরাজদিগের আফিষের মত ছুটী চায়। এখন আর সে সাবেকী চাল চালিলে চলে না। এখনকার সময়-মত চলিতে হইবে, নহিলে কার্য্যের ক্ষতি হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কর্ম্মচারী হ'য়ত দুইমাস ছুটী পায় নাই; শেষে অনেক কষ্টে তিন দিনের ছুটী লইয়া বাটী গেলেন। তাহার পর আর কোন খপর নাই। ৪।৫ দিন বাদে এক পত্র লিখিলেন যে "আমার বড় অসুখ হইয়াছে, বা বাটীতে বিশেষ কাজ আছে; এখন ৫।৬ দিন যাইতে পারিব না।" শেষে ১০।১২ দিনের পর আসিলেন।

যাঁহারা মোকামে থাকেন, তাঁহারা ৪।৫ মাস নওয়ালির সময় মোকামে খরিদের কার্য্য শেষ করিয়া দুই মাস হ'য়ত বাটীতে বসিয়া রহিলেন। সেই জন্য বলিতেছি, একটী পাকাপাকি নিয়ম করা খুব ভাল। তাহাতে ধনীর কার্য্যের

আমরা যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা হইতে সংক্ষিপ্ত একটী নিয়মাবলী এইস্থানে সংকলিত করিয়া দিলাম।

১। প্রতিদিন নিয়মিত সময় খাটান উচিত; এবং যাহার শরীরে ও বুদ্ধিতে যেরূপ কর্ম্ম সয়, তাহাকে সেইরূপ কার্য্য বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। একমাস অন্তর একবার করিয়া প্রত্যেকের কার্য্য বদল করিয়া সকলকে সকল কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২। সপ্তাহে দোকান একদিন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা উচিত। সেই দিনে পালা ক্রমে সকলকে ছুটী দেওয়া উচিত।

৩। অসময়ে—দায়-অদায়ে ছুটীর আবেদন করিলে, আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ছুটী দেওয়া উচিত।

৪। কর্ম্মের যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়া উচিত এবং মাসের ১০ই তারিখে একেবারে সমস্ত বেতন দেওয়া দরকার। খুচরা করিয়া দেওয়া ঠিক নহে। একেবারে পুরা মাহিনা পাইলে কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট থাকে।

৫। কর্ম্মচারীরা ধনীর কার্য্যই করিবে; তা'ছাড়া অবকাশ-সময়ে যেন অন্য কোন কর্ম্ম না করে, কারণ অন্যদিকে মন দিলে তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে ধনীর কর্ম্মের দিকে খাটাইবে না; সে নিজের স্বার্থের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিবে। তা'ছাড়া অবকাশ-সময়ে কর্ম্ম করিলে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

৬। তহবিল একহাতে থাকাই ভাল। যদি অন্য কাহাকে বাক্সের বা সিন্দুকের চাবি দিতে হয়, তবে তহবিল মিল করিয়া ও খাতায় দস্তখত করিয়া লইতে হইবে। তহবিল কমতা হইলে, যাহার হাতে তহবিল ছিল, তাহার নামে খরচ পড়িবে। তবে মাসিক ১৲ এক টাকা মোট কমতা হইলে, তাহা বাজে খাতায় লিখিতে দোষ নাই।

৭। কর্ম্মচারীদের নিজের পাওনাদারেরা যেন দোকানে আসিয়া তাগাদা না করে। সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা বা দেনা-পাওনা বাহিরে হওয়াই উচিত।

৮। অপরিচিত ব্যক্তিকে দোকানে স্থান দিবে না বা ধার দিবার জন্য দোকানের কর্ম্মকর্ত্তাকে অনুরোধ করিবে না। যদি দেওয়া হয় তবে তাহার জন্য ফারম দায়ী নহে।

৯। তাগাদাদার, তাগাদার টাকা হইতে বিনা অনুমতিতে এক পয়সা নিজের জন্য খরচ করিবে না। দোকানে আসিয়া টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

১০। সাপ্তাহিক ছুটী ছাড়া বৎসরে আরও ১৫ দিন ছুটী পাইবে। ছুটী লইয়া বাটীতে গিয়া দেরি হইলে, অর্দ্ধেক দিনের দরমাহা কাটা যাইবে। ব্যায়ারামের পূর্ণ অনুপস্থিতি-কাল ছুটী বলিয়া গণ্য হইবে। ছুটীর নিয়ম যাঁহারা ঠিক রাখিতে পারিবেন, তাঁহারা অর্দ্ধমাসের মাহিনা বৎসরে পুরস্কারস্বরূপ পাইবেন।

১১। দোকানের দস্তুরি যাহা খাতার জমা হইবে, তাহা বৎসরে দুইবার অর্থাৎ একবার ৺ দুর্গাপূজার সময়ে ও একবার বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে, সকল কর্ম্মচারী, স্ব স্ব মাহিয়ানার পরিমাণ অনুসারে, বিভাগ করিয়া পাইবেন। যাঁহাদের দস্তুরি-খাতা নাই, তাঁহাদের ৺ পূজার সময় এক মাসের মাহিয়ানা অগ্রিম ও এক মাসের মাহিয়ানা পুরস্কারের স্বরূপ প্রদান করা উচিত। এ সকল বন্দোবস্ত না থাকিলে, কর্ম্মচারীদিগের চুরির প্রবৃত্তি বাড়িবে।

১২। বাটী যাইবার জন্য বাৎসরিক একবার যাতায়াতের খরচ দেওয়া উচিত এবং ৺ পূজার সময় ধুতি-চাদর দেওয়া উচিত।

১৩। কার্য্যে আশাতীত লাভ হইলে, কর্ম্মচারীদিগের কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত।

১৪। কোন কর্ম্মচারী নিজের পয়সা দোকানে রাখিতে পারিবে না; তাহা যদি রাখে, তবে তাহা সরকারীতে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৫। কোন কর্ম্মচারী দোকানে চুরি করিলে প্রথমবারে তাহাকে শাসিত করিতে হইবে; দ্বিতীয়বারে তাহাকে কোন উপরোধ অনুরোধ না মানিয়া পুলিশে দেওয়া উচিত; তাহাতে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের শিক্ষা হয়।

১৬। বাসায় কোন কর্ম্মচারীর অসুখ হইলে, সরকারী খরচে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে।

১৭। কর্ম্মচারীরা নিজের দোকানের খরিদ-বিক্রয়ের কথা খুব গোপনে রাখিবে; অন্যের কাছে কদাচ প্রকাশ করিবে না। এ বিষয় তাহাদের যেন বেশ স্মরণ থাকে।

১৮। কর্ম্মচারীদিগকে কার্য্যত্যাগ করিতে হইলে প্রধান কর্ম্মচারী-

অনুমতিতে কাহাকেও জবাব দিতে পারিবেন না। কোন লোককে দোকান হইতে অপসারিত করিতে হইলে, ধনীকে তাহার সমস্ত দোষ-গুণ দেখাইতে হইবে; সেই কর্ম্মচারীকেও ধনীর সম্মুখে তাহার নিজের যাহা বক্তব্য থাকে, তাহা বলিবার অবসর দিতে হইবে। দুই পক্ষের কথা শুনিয়া, ধনীর আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিতে হইবে।

১৯। ছুটী লইয়া কেহ বাটীতে বসিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে না। দোকানে আসিয়া তাহার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া তবে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে। যদি কেহ গা-জুরি করিয়া বিরুদ্ধভাব আচরণ করে, তবে সে তাহার বাকী বেতন পাইবে না, এবং আইন অনুসারে তাহার নামে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়া, তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা হইবে।

২০। কর্ম্মের যোগ্যতা অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত; এমন কি, বিশেষ যোগ্যতা বুঝিলে, উপযুক্ত অনুসারে অংশীদার পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট অংশ।

পরিমাণের নিয়ম।

ব্যবসায় করিতে হইলে এই নিয়মগুলি মুখস্থ রাখা দরকার। খাতা লেখার সঙ্গে ইহার আবশ্যক বিবেচনায় এইখানে দিলাম। সময়ে সময়ে ইহার দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইবে।

বাজার ওজনের নিয়ম।

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা	৻৫
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক	/০
৪ ছটাকে	১ পোয়া	/।০
৪ পোয়াতে	১ সের	/১
৫ সেরে	১ পস্থুরি	/৫
৮ পস্থুরিতে বা ৪০ সেরে	১ মণ	১/০

কাপড়ের মাপের নিয়ম।

৮ জয়ে	১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে	১ গিরা
৮ গিরাতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

সোণারূপার ওজন।

৬ কুঁজে	১ আনা
৮ কুঁজে	১ মাসা
১২ মাসায়	১ তোলা

ডাক্তারি ওজন।

২০ গ্রেণে	১ স্ক্রুপুল্
৩ স্ক্রুপুলে	১ ড্রাম
৮ ড্রামে	১ আউন্স্
১২ আউন্সে	১ পাউণ্ড
১৮০ গ্রেণে	১ তোলা

ডাক্তারি মাপ।

৬০ মিনিমে	১ ড্রাম
৮ ড্রামে	১ আউন্স্
১৬ আউন্সে	১ পাইণ্ট
১২ ,,	১ ছোট পাইণ্ট

এক আউন্সের বাঙ্গালা ওজন আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক। এক পাউণ্ডের ওজন প্রায় আধসের।

ইংরাজি ওজন হইতে বাজার ওজন ও কুটীর ওজনের তালিকা।

ইংরাজি ওজন	বাজার ওজন			কুঠীর ওজন		
	মণ	সের	ছটাক	মণ	সের	ছটাক
১ টন	২৭	১০	১৪	২৭	,,	,,
১ হন্দর	১	১৪	৮	১	২০	,,
১ কোয়ার্টার	,,	১৩	১০	,,	১৫	,,
১ পাউণ্ড	,,	,,	৭½	,,	,,	৮

বৈদ্যদিগের ওজন।

৪ ধানে	১ রতি
১০ রতিতে	১ মাষা
৮ মাষায়	১ তোলা

বিলাতি গজের মাপ।

৮ সুতে	১ ইঞ্চি
২ সুতে	১ জ
১২ ইঞ্চিতে	১ ফুট
৩ ফুটে	১ গজ
১ গজে	২ হাত
১৭৬০ গজে	১ মাইল

সলিকসা।

৪ ছটাকে	১ কোন
৪ কোনে	১ পালি
৪ পালিতে	১ কাটা
৪ কাটায়	১ আড়ি
৫ আড়িতে	১ সলি
৪ সলিতে	১ বিশ
৪ বিশে	১ কাহন
৪ কাহনে	১ পৌটী

ধান্য ও চাউলের মাপ।

৫ ছটাকে	১ কুন্‌কে বা খুঁচে
৪ খুঁচেতে	১ রেক
৪ রেকে	১ পালি = /৫ সের
২০ পালিতে	১ সলি
৪ বিশে	১ কাহন—১/ মণ

পানের গণনা।

৮ গণ্ডায়	১ গোছ
৩ গোছে	এক-শ
৯ গোছে	১ কোণা

জমির মাপ।

৩ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুট
১॥ মুটে	১ ছটাক
২ ছটাকে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৪ হাতে	১ কাঠা

৫ কাঠায়	১ পোয়া
৪ পোয়ায়	১ বিঘা
৪৪ বিঘাতে	১ মাইল
২ মাইলে	১ ক্রোশ
৪ ক্রোশে	১ যোজন

জমির কালিকসা।

৫ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়াতে	১ ছটাক
১৬ ছটাকে	১ কাঠা
৫ কাঠায়	১ চোক
৪ চোকে	১ বিঘা

কাগজ গণনা।

২৪ তাএ	১ দিস্তা
২০ দিস্তায়	১ রিম
২ রিমে	১ বাণ্ডিল
১০ বাণ্ডিলে	১ বেল

সীক্কার ওজন।

সীক্কার ওজনকে টাকার ওজন বলে। পূর্ব্বে সীক্কার ওজন প্রচলিত ছিল। এখনও অনেকস্থানে তাহাই চলিয়া আসিতেছে; তবে ইংরাজের আমলে অধিকাংশ স্থানে ষ্টাণ্ডার্ড (Standard) ওজন অর্থাৎ ৮০ সীক্কার ওজন দাঁড়াইয়াছে। এখন সীক্কা-ওজন সম্বন্ধে খুলিয়া লিখিতেছি। ৮০ সীক্কা বা ৮০ টাকা বা তোলায় একসের হয়,—এইরূপ ৪০ সেরে এক মণ হয়।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাজারে ৫৮৷৷৵০, ৬০, ৮০, ৮২, ৮২৷৷৵০, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯৬, ১০০, ১০১, ১০৩, ও ১০৫, সীক্কা প্রভৃতির ওজন এখনও প্রচলিত আছে। ঐ সকল ওজনের মণ, অর্দ্ধমণ, দশসেরা, পাঁচসেরা, আড়াইসেরা, প্রভৃতি সমস্ত বাটখারা উপরোক্ত হিসাবে বাঁধা আছে।

সাধারণতঃ আমরা ৮০ সীক্কার ওজনই বেশ বুঝি। এখন ৮০ সীক্কা হইতে ঐ সকল সীক্কার ওজন কি করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার বিষয় জানাইতেছি। মনে করুন, ৮৪ সীক্কার যেখানে ওজন, আপনি তথা হইতে ১/ মণ মাল আনাইলেন। কলিকাতায় ঐ মাল ওজন করিলে ⁄২ সের বাড়িবে অর্থাৎ ১/২ সের আশিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক সীক্কায় বা তোলায় ⁄৷৷০ হইবে। ৮০ সীক্কার কম হইলে বাদ যাইবে এবং বেশী হইলে যোগ হইবে।—এইটী মোটামুটী নিয়ম। আমাদের "মহাজন-সখা"র মফঃস্বল-সংবাদে প্রত্যেক স্থানের বাজারে, কত সীক্কার ওজন, তাহা জানাইয়াছি; পাঠক আবশ্যক-মত দেখিয়া ও বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক বাজারে সীক্কা হিসাবে দর হয়। আমরা জানি, কলিকাতায় মট্‌কীর ঘৃত বরাবর সীক্কা-দরে বিক্রয় হইত। যদি ৩০্ টাকা সীক্কার-দর হয়, তবে কোং ৩২ টাকা দরে দাম দিতে হইবে। অনেক স্থানে পাঙ্গা-লবণও সীক্কা-দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। মোটামুটী সীক্কা সম্বন্ধে এই টুকু জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

সুদকসা।

কাট্‌তি ব্যাজ বা গঙ্গা-যমুনা ব্যাজ্ কসার ফলাট্।

মহাজনী করিতে হইলে সুদকসা জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ আদান-প্রদান করিতে গেলে সুদের লেন-দেন হইয়া থাকে। শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে খাতার সুদ কসিতে গেলে অনেক দেরী হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা টাকার আদান-প্রদান করেন, তাঁহাদের সহজ প্রণালী জানা আবশ্যক। মহাজনী লাইনে ইহাকে কাট্‌তি ব্যাজ্ বলে। মহাজনী করিতে হইলে, এই কাট্‌তি ব্যাজ্ জানা বিশেষ আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা সহজ প্রণালী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিম্নে উদাহরণ-সমেত একটী হিসাব বিশদভাবে দিলাম :—

হিসাব শ্রীহরিদাস দত্ত,

মোকাম—কলিকাতা।

জমা		খরচা	
১০ই জ্যৈষ্ঠ	৩০০০্	৩রা জ্যৈষ্ঠ	৫০০০্
৮ই আষাঢ়	২০০০্	২০ জ্যৈষ্ঠ	৩০০০্
১৮ই আষাঢ়	৪০০০্	১৭ই আষাঢ়	৬০০০্
১২ই শ্রাবণ	২০০০্	২৫শে আষাঢ়	৪০০০্
মোট	১১০০০্	মোট	১৮০০০্

মনে করুন উপরোক্ত লোকের সহিত আপনার টাকার এইরূপ আদান-প্রদান হইয়াছে। এখন কি করিয়া সুদের হিসাব করিতে হইবে, তাহাই লিখিতেছি। নিম্নলিখিত ভাবে ফলাট করিতে হইবে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ——খরচা——৫০০০৲	...	৭	রোজের ফলাট ১১৬৬৷৷৵০
১০ই রোজ —— জমা——৩০০০৲			
বাকী—— ২০০০৲	...	১০	... ... ৬৬৬৷৷৵০
২০শে জ্যৈষ্ঠ—খরচা——৩০০০৲			
বাকী—— ৫০০০৲	...	১৮	... ... ৩০০০
৮ই আষাঢ়—জমা——২০০০৲			
বাকী—— ৩০০০৲	...	৬	... ... ৬০০৲
১৪ই আষাঢ়—খরচা——৬০০০৲			
বাকী—— ৯০০০৲	...	৪	... ... ১২০০৲
১৮ই আষাঢ়——জমা——৪০০০৲			
বাকী—— ৫০০০৲	...	৭	... ... ১১৬৬৷৷৵০
২৫শে আষাঢ়—খরচা——৪০০০৲			
বাকী—— ৯০০০৲	...	১৭	... ... ৫১০০৲
১২ই শ্রাবণ——জমা——২০০০৲			
বাকী ৭০০০৲		২।৯	১২৮৯৯৸৵০

এখন কিরূপভাবে সাজান হইয়াছে, দেখুন। বাঁ-দিকের যে তারিখ দিয়া জমা-খরচ ও টাকার আঁক আছে, তাহা অতি সহজ। ইহা কাহাকেও আর বুঝাইতে হইবে না। তাহার পর, রোজের অঙ্ক কি করিয়া বসাইতে হয়, তাহাই লিখিতেছি। সাধারণতঃ ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া সুদের হিসাব হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে দিন-গুণতি হিসাবও হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা এখানে ৩০ দিন ধরিয়া গণনা করিয়াছি। এখন দেখুন, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ৫০০০৲ হাজার টাকা খরচ আছে, এবং ১০ই রোজ ৩০০০৲ হাজার টাকা জমা আছে—অতএব ৩রা নাগাইদ ৯ই রোজ তক ৭ দিন হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রথমে রোজের অঙ্ক বসাইতে হইবে।

এইবার রোজের ফলাট কসুন। আমাদের মহাজনী লাইনে একটী নিয়ম আছে, যে যত টাকার সুদ কষিতে হইবে, সেই টাকার ডাইনদিকের একটী

অঙ্ক ছাড়িয়া দিলে তিন রোজের সুদ জানিতে পারা যায়। এখানে আমাদের ৫০০০৲ টাকার ৭ রোজের সুদ কসিতে হইবে। উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে ৫০০০৲ হাজার টাকার ডাইনদিকের একটী অঙ্ক ছাড়িয়া দিলে ৫০০৲ টাকা থাকে; ঐ পাঁচশত টাকাই তিনদিনের সুদ হইবে—৬ দিনে ১০০০৲ এক হাজার টাকা এবং ১ দিনের সুদ অর্থাৎ ৫০০৲ টাকার তৃতীয় অংশ ১১৬৷৷৵০ টাকা ফলাট হইল—এইটী মোটামুটী নিয়ম। এখন যদি ৫০০৪৸৵০ থাকে, তবে ডাইন দিকের একটী অঙ্ক অর্থাৎ ৪৸৵০ বাদ দিলে ৫০০ টাকার সুদ সহজে কসা যায়। এখন ৪৸৵০র সুদ তিন দিনে কত হয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সুদকসা মোটামুটী নিয়মেই হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারীরা সহজে পাই-পয়সা পর্য্যন্তও ছাড়ে না। বেশ! সূক্ষ্ম কসিয়া ফেলুন। শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে ১৲ টাকার মাসমাহিনা রোজ-প্রতি ৻১০॥ হয়। ৪৸৵০র স্থলে ৫৲ ধরিয়া কষুন—তাহা হইলে ৫৲ টাকার ২ রোজে ৵১৩।— হয়; তিন রোজে ৷৷০ আনা হয়। এইরূপ ভাবে সূক্ষ্ম সুদ বাহির করিতে হয়।

আজকাল ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে সুদ-কসার একটী টেবিল দেওয়া থাকে। যাহাদের সর্ব্বদা ঐ কাজ করিতে হয়, তাহাদের এইরূপ একটী টেবিল খাতার পিছনে আঁটিয়া রাখা উচিত, অথবা একটী পিজবোর্ডে আঁটিয়া দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়।

এইরূপ ভাবে—সমস্ত ফলাট কসিয়া দেখা গেল, ২ মাস ৯ রোজে—মোট ১২৮৯৯৸৵০ টাকা হয়। এখন যেরূপ দরে সুদের চুক্তি আছে, সেই দর অনুসারে কসিয়া ফেলুন। আমরা এখানে ১৲ টাকা দরে সুদ কসিয়া দেখিলাম, ১২৯৲ হয়—এইরূপ ভাবে কাট্‌তি ব্যাজ্ কসিতে হয়। মোটামুটি এইরূপ ব্যাজ্ কসা জানা থাকিলে, মহাজনী কার্য্য বেশ চালান যায়। তবে যাহাদের Exchange লইয়া হিসাব করিতে হয়, তাহাদের স্বতন্ত্র কসা টেবিল তৈয়ারী করিয়া লইলে সুবিধা হয়।

মহাজন-সখা।

লেখক—শ্রীসন্তোষনাথ শেট—মোঃ লক্ষ্মীসরাই।

ব্যবসা শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক।

এতদিনে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের একটী মহৎ অভাব পূরণ হইল। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। ব্যবসা করিতে হইলে যে যে বিষয়ের শিখিবার ও বুঝিবার দরকার, তাহা এই পুস্তক হইতে জানিতে পারিবেন। ব্যবসায়ের কুটতত্ব বা বাঁত কেহ প্রাণ খুলিয়া বলে না বা শিক্ষা দেয় না। আমরা সেই সকল বিষয় ইহাতে খুলিয়া লিখিলাম। অনেকের চক্ষুশূল হইবে; হয় হউক—তাহাতে ক্ষতি নাই,—আমরা—ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি—তাহাই—এই পুস্তকে অকপটচিত্তে লিখিয়াছি। নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের পঞ্জিকার ন্যায় এক-খানি করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা মূলধন অভাবে চাকরি করিতেছেন,—তাঁহাদের এই পুস্তকখানি খরিদ করা খুব কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন অনেক বিষয় লেখা আছে, যাহাতে সামান্য মূলধনে ৩০ দিনে ৩০৲ ত্রিশ টাকা রোজকার হইবে। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা ভাল এবং সরল মহাজনী চলিত ভাষায় লিখিত—ইহাতে কোন দুরূহ কথা নাই। যাঁহারা সামান্য লেখা-পড়া জানেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে :—

প্রথম বিভাগ—(১) ব্যবসার কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়। (২) দোকান-দারী ও মালিকের কর্ত্তব্য বিষয়। (৩) খরিদ্দারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৪) মহাজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৫) বাজারে ক্রেডিট কিরূপে রাখিতে হয়। (৬) হুণ্ডী কি? (৭) দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। (৮) মোকামী গোমস্তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

দ্বিতীয় বিভাগ—ব্যবসায়ে প্রকারভেদ, যথা :—(১) মুদিখানা দোকান। (২) গোলদারী দোকান। (৩) বাঁদী কারবার। (৪) আড়তদারী কারবার। (৫) পাইকারী ও চালানী কাজ। (৬) রোকড়ের কাজ ও সুদি

কাজ। (৭) আউতি সওদার কাজ। (৮) দালালী কার্য্য। (৯) শিল্পকার্য্য ও কলকারখানা। (১০) পেটেন্ট জিনিসের কার্য্য। (১১) কৃষিকার্য্য। (১২) পানের ব্যবসা। (১৩) লোহার দোকান। (১৪) মনিহারী দোকান।

তৃতীয় বিভাগ—রেলওয়ে বিভাগ। (১) রেলের মালের বিবরণ। (২) কতকগুলি নিয়মাবলী। (৩) রেলের ভাড়া—কোন্ মাল কি ক্লাসে যায়। (৫) Special class goods. (৬) মাইল-এজ রেট। (৭) পূরা গাড়ির রেট।

চতুর্থ বিভাগ—জিনিসের বিবরণ। (১) কাটরা মালের; (২) ঘৃত, তৈল, গুড়, চিনি প্রভৃতি; (৩) মসলা জিনিসের বিবরণ; (৪) পিতল কাঁসার জিনিসের বিবরণ; (৫) পশমী জিনিসের বিবরণ; (৬) সুগন্ধি জিনিসের বিবরণ; (৭) সর্ব্বরকম জিনিসের মোটামুটি বিবরণ।

পঞ্চম বিভাগ—মোকামের বিবরণ অর্থাৎ হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কাল্কা পর্য্যন্ত, বেঙ্গল নাগপুর রেলের মেদিনীপুর, মানভূম, সিংভূম ও বাঁকুড়া; বি, এন, ডবলিউ রেলের দ্বারভাঙ্গা সামস্তিপুর, গণ্ডা; এবং ই, বি, এস্ রেলের শিয়ালদহ লইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বড় বড় বাজারের বিবরণ, কোন পথ দিয়া কি করিয়া যাইতে হয়, ভাড়া কত, কত মাইল, কত সীক্কার ওজন, কোন্ কোন্ মালের আমদানি হয়, কিসে মাল চালানের সুবিধা হয়, নওয়ালী কখন, কেমন জিনিস হয়, কোন্ কোন্ মালের নাম ডাক আছে, ও আড়তদারীদিগের নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি।

আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে একখানি খরিদ করিতে অনুরোধ করি। অদ্যই পত্র লিখুন, নচেৎ পুস্তকের কাট্তি যেরূপ, তাহাতে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—জ্ঞানেন্দ্র নাথ হালদার ৬১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী ও গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

শেষ নিবেদন।

পুস্তকখানির সূচীপত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ যা—তা' পুস্তক নহে। ইহাতে সমস্তই কাজের কথা আছে। তা'ছাড়া প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রের মতামত দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"INDIAN DAILY NEWS"

12th March 1912.

কলিকাতার ইংরাজিভাষার দৈনিক মুখপত্র "ডেলি নিউস্" কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

The Trader's Friend—To Bengali youth desirous of entering business, can safely be recommended Babu Santosh Nath Sett's "Mahajan-sakha" or the tradesman's friend, a handy Bengali Book which gives within a small compass almost all that a shop-keeper from the "Modie" to the "Stationer" should know in running his business properly. The book is priced rupee one and can be had of the author at Lakkhiserai, Monghyr.

BENGALEE.

ভারতের উজ্জলরত্ন ও স্বদেশ-হিতৈষী **শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বেঙ্গলীতে"** কি লিখিতেছেন দেখুন : —

Mahajan-sakha—By Santosh Nath Sett of Lakkhiserai. This book is intended for those who would desire to take to trade for their livelihood. It contains much useful information, specially for a beginner—even with a small capital, and as such deserves to be largely circulated.

AMRITA BAZAR PATRIKA.

লব্ধপ্রতিষ্ঠ দৈনিক ইংরাজি **"অমৃতবাজার পত্রিকার"** সুযোগ্য সম্পাদক ১৯১২ সালের ৯ই জানুয়ারীতে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

Mahajan-sakha by Santosh Nath Sett of Lakheeserai, price Re. 1. It is, as its name implies a friend of the trades-

man, and truly a friend in need. It is a unique publication in Bengali. Such a manual must have been a long-felt desideration. The trading class should be thankful to the author for bringing out such an excellent business manual, replete with much really valuable information. No man of business should go about, without a copy of this handy guide in his pocket. From the petty grocer to the big merchant, everyone will find it of incalculable help. The apprentice in trade will be able to realise the intrinsic worth of the book by looking over the fourth and fifth chapters. The former deals in a succint manner with the various articles of trade ; the latter gives a descriptive list of the marts, where these commodities are available. Thus the book well serves the purpose of a commercial Geography. One special feature of the book is that, it is written in the "lingua franca" of the class for whom it is meant. Hence it will present some difficulty to the general reader. We hope, the author will add a glossary in the next edition to oviate the difficulty. It is a nice vade-mecum and considering its merit, the price is not very high. We hope that Mahajan sakha will have a ready and extensive sale.

বসুমতী।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বসুমতী" সন ১৩১৮ সালের ৩১শে চৈত্রে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

মহাজন-সখা বা ব্যবসা শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক। শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। যাঁহারা ব্যবসায় শিক্ষা ও কারবার করিতে চাহেন, তাঁহাদের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্যবসায় সম্পর্কিত যাবতীয় লোকের কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কোন্ প্রকার দোকান কি ভাবে চালাইতে হয়, কাহার কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, এই পুস্তকে তাহা বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে হুণ্ডী লেখার প্রণালী, হুণ্ডীসম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, রেলওয়ে সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য কথা, মালের বিবরণ, নিয়মাবলী, কোন্ কোন্ ক্লাসে যায়, স্পেশ্যাল গুডস্ ক্লাস, ভাড়ার হার প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে ও দোকান সম্বন্ধে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে লেখা আছে। মোকামের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মোকাম বাদ পড়িয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। ব্যবসায়ীমাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। পুস্তকপ্রাপ্তির ঠিকানা গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। তবে মুঙ্গের জেলার লক্ষ্মীসরাই মোকাম গ্রন্থকারের নিকট পত্র লিখিলে উহা জানা যাইবে।

বঙ্গবাসী।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত ৩১ বৎসরের পুরাতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" সন ১৩১৯ সালে ২৮শে বৈশাখে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

মহাজন-সখা—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। লক্ষ্মীসরাই হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। আজ কাল এদেশের অনেকের ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার বৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিবার উপযোগী। গ্রন্থ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে গ্রন্থকারের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

"দৈনিক চন্দ্রিকা।"

বঙ্গের ৯৩ বৎসরের পুরাতন—আদি দৈনিক সংবাদপত্র "দৈনিক চন্দ্রিকা" সন ১৩১৮ সালের ১৮ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় কি ভাবে পুস্তকখানির সমালোচনা করিয়াছেন, দেখুন :—

"**মহাজন-সখা**" ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পুস্তক ; মূল্য এক টাকা। শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত ; প্রাপ্তিস্থান—লক্ষ্মীসরাই। "মহাজন-সখা"-প্রণেতাকে আমরা চিনি এবং তাঁহার ব্যবসায়-অভিজ্ঞতার বিষয়ও আমরা অবগত আছি। বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি যে "মহাজন-সখা" প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। "মহাজন সখা" যথার্থ ই যে এদেশের বাঙ্গালানবীশ মহাজনবর্গের সখা হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। ব্যবসার প্রণালী, ব্যবসার নীতি, ব্যবসার কুটতত্ত্ব, প্রভৃতি অনেক জিনিসই এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। দোকানদারি, দোকানদারের কর্ত্তব্য, খরিদদারের প্রতি উপদেশ, মহাজনগণের প্রতি উপদেশ, বাজারের ক্রেডিট, হুণ্ডীর কথা, ব্যবসায়ের প্রকারভেদ, আড়তদারী কারবার, পাইকারি চালানি কাজ, রোকড়ের কাজ, সুদী কারবার, দালালি কার্য্য, শিল্পকর্ম্ম ও কল-কারখানার বিষয়, পেটেন্ট জিনিসের কার্য্য, কৃষিকর্ম্ম, রেলওয়ে মালের বিবরণ, মাশুলের রেট-টেবেল, কাটরা মালের বিবরণ :ঘৃত, তৈল, গুড়, তামাক, পান, বস্ত্র, পিত্তল, কাঁসা ও পশমী জিনিস প্রভৃতির বিবরণ, মোকামের নাম ও বিবরণ, কোথায় কোন্ জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়, আড়তদারদিগের নাম ধাম, প্রভৃতি অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় "মহাজন-সখায়" সন্নিবেশিত করিয়া সন্তোষবাবু মহাজনগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহাজন ও খরিদদারদিগের গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় "মহাজন-সখা" স্থান পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। যাঁহারা ব্যবসায়-কার্য্যে নূতন ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষেও মহাজন সখা অমূল্য রত্ন ; পুরাতন মহাজনদিগের পক্ষেও মহাজন-সখা যথার্থ সখা। "মহাজন-সখার" ছাপা ও কাগজ ভাল ; ভাষা বেশ সরল। এ পুস্তকে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদের অবশ্য অভাব নাই, কিন্তু মহাজন-সখা সুললিত সাহিত্যকলার অন্তর্গত নহে, অতএব তাহা ক্ষমার্হ।

সাদা কথায় সাধারণকে ব্যবসায়-বুদ্ধি দিবার জন্য গ্রন্থ-প্রণেতা যে পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই এবং আশা করি সন্তোষবাবু ইংরাজী ও দেবনাগর অক্ষরে তাঁহার এই মহাজন-সখার একটী ইংরাজী ও একটি হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া, সমগ্র ভারতবাসীর ব্যবসায়-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিবেন।

নায়ক।

বাঙ্গালার নির্ভীক, সত্যবাদী, উচিতবক্তা দৈনিক "নায়ক" পত্রিকার কর্ণধার শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিতেছেন, দেখুন ঃ—

২১শে কার্ত্তিক, সন ১৩১৮ সাল।

অনেক কাল পরে আমরা ভাল বই সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। বই-খানি উপন্যাস নহে, নাটক নহে, নভেল নহে, এমন কি প্রেমের কবিতাও নহে। ইহাতে আছে কেবল গুটিকতক কাজের কথা; ব্যবসা বাণিজ্যের কথা; কি করিলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা যায় তাহার কথা; ব্যবসা করিতে হইলে কি কি বিষয় জানিতে হয়, তাহার কথা। বইখানির নাম "মহাজন-সখা"। শ্রীযুক্তসন্তোষ নাথ শেঠ এই গ্রন্থের লেখক। বইখানি লক্ষ্মীসরাইয়ে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়, মূল্য এক টাকা। এই নিতান্ত নীরস বই আধুনিক রুচির বাঙ্গালী পাঠকের ভাল লাগিবে কিনা, তাহা জানি না,—তবে যদি কেহ ঔষধ গেলা গোছের করিয়া বইখানি পড়েন, (কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া নহে) রীতিমত ইস্কুলের পড়ার মত করিয়া অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন, কেন না বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বই নূতন। এই কেতাবে যে সকল কথা আছে, তাহাও বাঙ্গালী পাঠকের কাছে নূতন। ব্যবসা করিতে গেলে, কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়, "মহাজন-সখার" গ্রন্থকার তাহা মোটামুটি বুঝাইতে

চেষ্টা করিয়াছেন ; তিনি নিজে ব্যবসাদার, কার্য্যক্ষেত্রে লব্ধ স্বীয় অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞাতব্য অনেক কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন, সুতরাং ব্যবসায়-শিক্ষার্থীর পক্ষে পুস্তকখানি উপক্রমণিকা স্বরূপ হইতে পারে ; বলা বাহুল্য, কেবল বই পড়িয়া ব্যবসা শেখা যায় না। দীর্ঘকাল পাকা ব্যবসায়ীর শিষ্যত্ব না করিলে ভাল ব্যবসায়ী হওয়া যায় না ; সেইজন্য আমরা বইখানিকে উপক্রমণিকা বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এইবার বইখানির ত্রুটির কথা কিছু বলিব। গ্রন্থকার সহজ ও সরল ভাষায় বই লিখিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার ভাষা সরল হইলেও সাধারণের ভাষা নহে, প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদিগের ভাষা। দেশীয় ব্যবসায়ী মহলে যে, এমন একটী (আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন) ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা আমাদের জানা ছিল না, সুতরাং বইখানি বুঝিতে আমাদিগকে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমাদের মতে, কেবল ব্যবসায়ী-মহলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দগুলির সাধারণ ভাষায় অর্থ লিখিয়া, উহা যদি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট-স্বরূপ সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। আরও কয়েকটী বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিত হওয়ায় কেবল পাকা ব্যবসায়ীরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা হুণ্ডীর কথাটীর উল্লেখ করিতে পারি। দ্বিতীয় সংস্করণে এই সকল বিষয়গুলি আরও একটু বিশদভাবে বিবৃত হইলে অব্যবসায়ী-শিক্ষানবীশের পক্ষে সুগম্য হইবে। আশা করি, গ্রন্থকার আমাদের এই কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

হিতবাদী।

বঙ্গের নির্ভীক "সাপ্তাহিক হিতবাদী" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সন ১৩১৮ সালে ৪ঠা ফাল্গুন, তারিখে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

মহাজন-সখা। শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। লেখক এই পুস্তকে ব্যবসায় প্রণালী, ব্যবসায়ীদিগের নীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক বহু দুর্জ্ঞেয় ও অবশ্য-জ্ঞাতব্য সংবাদ এবং ব্যবসায়ের কূটতত্ত্বসমূহ অতি সরল ভাষায় বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক নবীন হইলেও তাঁহার রচনায় ও বিষয়-সন্নিবেশে পারিপাট্য আছে। নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে এই পুস্তক সবিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। চাকরী দিন দিন দুর্লভ হওয়ায় চাকরীজীবী বাঙ্গালীকে আজকাল চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখিতে হইতেছে। অনেক বাঙ্গালী যুবক ব্যবসায়ের সবিশেষ তত্ত্ব না জানিয়াই, কেহ বা উৎসাহ-বশে, কেহ বা দায়ে পড়িয়া আজ কাল বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে-ছেন। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদিগের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা বহুপরিমাণে হ্রাস পাইবে। সন্তোষবাবু এই শ্রেণীর পুস্তক রচনা করিয়া দেশের একটী বিশিষ্ট অভাব দূর করিলেন। সেজন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। এই শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক রচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

হিন্দুস্থান।

কলিকাতার সুপরিচিত নির্ভীক সাপ্তাহিক পত্র হিন্দুস্থান সন ১৩১৮ সালের ৯ই চৈত্র তারিখের সংখ্যায় কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

"মহাজন-সখা"। মহাজন শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ কর্ত্তৃক পোষ্ট লক্ষীসরাই হইতে লিখিত ও প্রকাশিত; কলিকাতা বহুবাজার ১৪নং মদন বড়াল লেনস্থ

যার চূড়ান্ত পুস্তক। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। নানা রকম ব্যবসার কথা, কুটতত্ত্ব, দোকানদারী, রেলে মাল চালানের রেট ও নিয়ম, মোটামুটি নানা রকম ব্যবসার জিনিস কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় কেমন জিনিস হয়, কখন কোন্ সময় কোন্ জিনিস খরিদ করা উচিত, কি করিয়া পড়তা করিতে হয়, বড় বড় হাট ও মোকামের সঠিক সংবাদ, অর্থাৎ কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয়, ভাড়া কত, কত সীকার ওজন, কোথায় কোন্ কোন্ মালের আমদানী হয়, কেমন জিনিস হয়, আড়তদারদিগের নাম ধাম প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পুস্তকখানি কিনিবার সন্দেহ হইলে অগ্রে গ্রন্থকারের নিকট অর্দ্ধআনার ডাক-টিকিট পাঠাইয়া, বিজ্ঞাপন ও সূচী-পত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থান—জি, এন, হালদার, ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট ; এন, সি, দত্ত, ৩২নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা, এবং লেখকের নিকট পাওয়া যায়।

সঞ্জীবনী।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র সঞ্জীবনী সন ১৩১৮ সালের ১৭ই ফাল্গুনে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

"মহাজন-সখা"—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কোন্ স্থানে কত মূল্যে কি জিনিস পাওয়া যায়, কিরূপে বিদেশে পাঠাইলে লাভবান হওয়া যায়, তাহার বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এই পুস্তক রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত কোন্ দেশে কি জিনিস পাওয়া যায় ও তথাকার বড় ব্যবসায়ীর নামও ঐ পুস্তকে আছে। এইরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার প্রয়োজন।

সুলভ সমাচার।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত রাজভক্ত "সুলভ সমাচার" ১৩১৮ সালে ৫ই মাঘ কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

"মহাজন-সখা"—শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয়ের প্রণীত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই নাটক নভেলে প্লাবিত দেশে সন্তোষবাবু যে ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। লেখক মহাশয় গোমস্তা দোকানদার প্রভৃতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা খুব সুন্দর হইয়াছে। কেমন করিয়া ছোট ছোট ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হয়, কি প্রণালীতে কাজ করিতে হয়, তাহা অতি সরল ভাষায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের কোথায় কোন্ দ্রব্য ভাল জন্মে ও সুলভে পাওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহাও লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানির মূল্য এক টাকা মাত্র।

আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

বাগবাজারের হরিভক্ত আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সন ১৩১৮ সালের ২১শে অগ্রহায়ণে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

"মহাজন-সখা"—শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ এই গ্রন্থের প্রণেতা, মূল্য ১৲ টাকা, প্রাপ্তিস্থান লক্ষ্মীসরাই। এই গ্রন্থে ব্যবসায়িগণের জ্ঞাতব্য অনেক কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। হুণ্ডি কি, দোকানের দৈনিক কর্ম্ম কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে হয়, দোকানের মালিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মোকামী গোমস্তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ব্যবসায়ের প্রকারভেদ, মুদীখানা দোকান, গোলদারী দোকান, বাঁধী কারবার, আড়তদারী কারবার, পাইকারী ও চালানী কাজ, রোকড়ের কাজ ও সুদি কাজ, আউতি সওদার কাজ, দালালি কাজ, শিল্পকর্ম্ম ও কলকারখানা, পেটেণ্ট জিনিসের কাজ, কৃষিকর্ম্ম, পানের ব্যবসা, লোহার দোকান, মনোহারী দোকান প্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত ব্যবসায় করিতে হইলে, মহাজনগণকে রেলওয়ে বিভাগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়, তজ্জন্য তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, যথা রেলওয়ে মালের বিবরণ, রেলভাড়া, কোন মাল কোন ক্লাসে যায়,

ক্লাস গুড্‌স্‌ মাইল-এজ রেট ও মাশুলের রেট-টেবিলও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবার মালামালের সম্বন্ধেও এই পুস্তকে বহুল প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে; তন্মধ্যে কাটরা মালের বিবরণ, ঘৃত, তৈল, গুড়, তামাক, মসলা জিনিসের বিবরণ, পিত্তল কাঁসার জিনিসের বিবরণ, দেশী পশমী জিনিসের বিবরণ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্‌ স্থানের কোন্‌ দ্রব্য উৎকৃষ্ট তাহার বিবরণও গ্রন্থমধ্যে বিনিবিষ্ট করিয়া ব্যবসায়ীগণের ঐ সকল দ্রব্যপ্রাপ্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন। ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে গ্রন্থখানি উপকারজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সমাজ।

বারাণসীর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয় সন ১৩১৮ সালে ১৬ই পৌষ তারিখে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা এইখানে তুলিয়া দিলাম।—

সসম্মান নিবেদন—

আপনার "মহাজন-সখা" ব্যবহারে উদ্যমশীল—ব্যক্তিবর্গ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বাঙ্গালী সমাজে এতাদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। আপনি এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়েরই ধন্যবাদার্হ। ভগবান বিশ্বেশ্বর আপনাকে এজাতীয় অনেকানেক পুস্তক প্রচারে দৃঢ়ব্রত করিয়া রাখুন!

কাশীপুর বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের জন্য আপনার কৃপা-প্রেরিত "মহাজন-সখা" ১ খণ্ড পাইয়া বিশেষ উপকৃত ও উৎসাহিত হইলাম। এই ধর্ম্মার্থে দান জন্য সামাজিক লোকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আশা করি, আপনার Book-keeping, প্রকাশিত হইলে উহারও একখণ্ড মাতৃক্রোড়বিচ্যুত ভ্রাতৃগণের সাহিত্যানুষ্ঠানে দান করিয়া ধন্য হইবেন। নিবেদনমিতি।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়,

সম্পাদক।

মহাজন-বন্ধু ।

মহাজনদিগের বাঙ্গালা ভাষার মাসিক মুখপত্র **"মহাজন বন্ধু"** সন ১৩১৮ সালের মাঘের সংখ্যায় কি লিখিতেছেন দেখুন :—"মহাজন-সখা" ।—শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা একখানি ব্যবসায় শ্রেণীর সুন্দর পুস্তক। সুদকষার টেবিল দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি মোকামে কি পাওয়া যায়, তথাকার আড়তদারের নাম, ওজন ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। হুন্দর পাউণ্ড কষা এবং এক্সচেঞ্জ কষা এই পুস্তকের অন্য বিভাগে দেখিতে পাইব আশা করি। মহাজনদিগের গদীতে শিক্ষানবীসী করিতে কেহ আসিলে তাহার হস্তে সর্ব্বাগ্রে এই পুস্তক দেওয়া কর্ত্তব্য। এই লেখক কৃষিশিল্প পুস্তক লেখার "ধরণ" বদলাইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—পোষ্ট লক্ষ্মীসরাই, মুঙ্গের।

তিলিবান্ধব।

আমাদের স্বজাতির একমাত্র মাসিকপত্র তিলিবান্ধব সন ১৩১৯ সালে ফাল্গুনের সংখ্যায় কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

মহাজন-সখা লক্ষ্মীসারই মুঙ্গের নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষনাথ শেট মহাশয়ের প্রণীত "মহাজন-সখা" আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। "মহাজন-সখা" প্রকৃতই মহাজনের সখা। যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায় লিপ্ত আছেন তাঁহাদের এই বইখানি গৃহ-পঞ্জিকার মত রাখা উচিত। ব্যবসায়ীদের যে যে বিষয় জানা প্রয়োজন এই পুস্তকে সেই সকল বিষয় সরল ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে কি, আজ পর্য্যন্ত এইরূপ ধরণের পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। আরও শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয় আমাদের স্বজাতি। স্বজাতির প্রতি উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আমরা স্বজাতিমাত্রকেই এই পুস্তকখানি খরিদ করিতে অনুরোধ করি। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষিশিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা "কাজের লোক" ১৯১১ সালের নবেম্বর সংখ্যায় কি লিখিতেছেন দেখুন :—

"মহাজন-সখা" শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—লক্ষ্মীসরাই, মুঙ্গের। কোথায় কোন জিনিষের ব্যবসায় করিলে লাভ হয়, তাহাদের মফঃস্বলের প্রধান প্রধান মোকামের ও মহাজনের নাম, রেলভাড়ার বিবরণ, ব্যবসায়ের নানা প্রকার যথার্থ ঘাঁৎ ঘোঁৎ সন্ধান,—সংবাদাদি যাহা সহজে পাইবার উপায় নাই এমন সকল ও বিবিধ ব্যবসায়ী এবং মহাজনগণের জ্ঞাতব্য বিষয় "মহাজন-সখায়" স্থান পাইয়াছে। এই সকল সন্ধান এবং তথ্য-সংগ্রহে যে যথেষ্ট, অর্থ, সময় এবং শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা পুস্তকখানি হাতে পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এমন একখানি পুস্তকের বাঙ্গালা ভাষায় বাস্তবিকই অভাব ছিল। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, মূল্য ১৲ মাত্র। মহাজন-সখায় ব্যবসায়ী মহলে আদর হওয়া উচিত, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়।

প্রবাসী।

বঙ্গের একমাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রিকা "প্রবাসীর" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন ১৩১৮ সালের ফাল্গুনের সংখ্যায় কি লিখিতেছেন দেখুনঃ—

'মহাজন-সখা' শ্রীসন্তোষ নাথ শেঠ প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। ১৩১৮, ব্যবসা বাণিজ্য-বিষয়ক পুস্তক। ইহাতে আলোচিত হইয়াছে ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য; বিবিধ ব্যবসায়; রেলওয়ের সংবাদ; কোন্ প্রকার জিনিষ কোন স্থানে ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়; কোন স্থানে কি কি জিনিসের ব্যবসায় চলে। ব্যবসাদারেরা ইহাতে অনেক সংবাদ ও উপদেশ সংগৃহীত করিতে পাইবেন।

বিশ্ববার্ত্তা।

পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের একমাত্র বৃত্তিপুষ্ট সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সন ১৩১৮ সালের ১৬ই চৈত্র তারিখে কি লিখিতেছেন দেখুন :—

মহাজন-সখা (বা ব্যবসা-শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক।) শ্রীসন্তোষনাথ শেট প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানি ষোড়শ খণ্ডে বিভক্ত, ডবল ক্রাউন ফর্ম্মার ১৮২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কলিকাতা ১৪নং মদন বড়াল লেন বহুবাজারস্থ লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তকের বিষয় সমূহ পাঁচভাগে বিভাগীকৃত। প্রথম ভাগে দোকানদারী ও মালিকের কর্ত্তব্য, দোকানদারের দৈনিক কার্য্য ইত্যাদি, দ্বিতীয় ভাগে ব্যবসার প্রকারভেদ ও তৎসংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় কথা, তৃতীয় ভাগে রেলওয়ে সংক্রান্ত কারবারী লোকের জ্ঞাতব্যবিষয় সমূহ, চতুর্থ ভাগে জিনিষের নাম ও বিবরণ, পঞ্চম ভাগে মোকামের নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্যবসা কারবার সম্বন্ধীয় নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব অতি সুশৃঙ্খল ভাবে নিপুণতার সহিত তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, যাঁহারা কারবারী, ব্যবসায়ী বা যাঁহারা কারবার ব্যবসায়ের পথে পদার্পণ করিতে ইচ্ছুক, এই পুস্তকখানিতে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার ঘটিবে।

প্রসূন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া সবডিবিজনের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সন ১৩১৮ সালের ১৬ চৈত্র তারিখে কি লিখিতেছেন দেখুন :—

মহাজন-সখা। লক্ষ্মীসরাই নিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। এই পুস্তকখানি কি ব্যবসায়ী, কি গৃহস্থ, সকলেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোথায় কোন মোকামে কোন্ দ্রব্য সুবিধামত পাওয়া যায়, কোন্ স্থানের দ্রব্য উৎকৃষ্ট, সে স্থানের ওজন কিরূপ, সেখানকার প্রধান প্রধান ব্যবসায়িগণের নাম গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত রেলে মাল পাঠাইবার নিয়ম কিরূপ, রেলের ভাড়া, কোন্ দ্রব্য কোন্ ক্লাসে যায়, স্পেশাল

ক্লাসে মালের বিবরণ, একেবারে কত মাল পাঠাইলে ভাড়ার সুবিধা হয় এবং মাশুলের রেট, টেবিল ও অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তক সঙ্কলনে গ্রন্থকারকে বিপুল আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। সাধারণেও ইহাদ্বারা অনেক উপকার পাইবে, এরূপ আশা করা যায়।

খুলনাবাসী।

পূর্ব্ববঙ্গের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "খুলনা-বাসী সন ১৩১৮ সালের ৫ই ফাল্গুনে কি লিখিতেছেন দেখুন :—

মহাজন-সখা, শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন বহুবাজারস্থ লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত; মূল্য এক টাকা।

পাঠক! পুস্তকের নামকরণে অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা উপন্যাস বা নাটক নহে। ইহা ব্যবসায়িগণের ব্যবসাশিক্ষার উপযোগী পুস্তক। আমরা এই শ্রেণীর পুস্তক সমালোচনার জন্য ইতিপূর্ব্বে আর প্রাপ্ত হই নাই। দিন দিন চাকুরী যেরূপ দুর্ল্লভ হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারাই অনেককে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। এহেন সময়ে শেঠ মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া বাস্তবিকপক্ষে দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

ব্যবসায়ীর জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই এই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা কিরূপে করিতে হয়, কোন্ দ্রব্যের কোথা হইতে আমদানি করিতে হয় সেই স্থানের দূরত্ব ও রেল বা ষ্টীমারের ভাড়া কত; দোকানের কাগজপত্র কিরূপে রাখিতে হয়, খরিদদার বা মহাজনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আমদানী রপ্তানী, বাঁদি কারবার, অর্ডার সাপ্লাই, সুদি কারবার, চালানী কাজ, চোটার কাজ, দালালী, আউতি, সওদা প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ এই পুস্তকে বিশেষভাবে লিখিত আছে। হুণ্ডী, রিস্ক নোট প্রভৃতি ব্যবসায়ীর সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই ইহাতে আছে। আজ কাল ব্যবসা বাণিজ্যের

একখানি পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল, সন্তোষবাবু সেই অভাব পূরণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। "মহাজন-সখা" যে ব্যবসা শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। দেশের ব্যবসাদারগণের প্রত্যেকেরই গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় এক একখানি "মহাজন-সখা" রাখা উচিত।

মেদিনী-বান্ধব।

সমগ্র মেদিনীপুর জেলার আদিপত্র ও মুখপত্র "মেদিনী-বান্ধব" সন ১৩১৮ সাল ২১শে কার্ত্তিক কি লিখিতেছেন দেখুন :—

মহাজন-সখা বা ব্যবসাশিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক। শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। পুস্তকখানির নামই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাতে মুদিখানা দোকান, মনোহারী দোকান, গোলদারী বাঁধী কারবার, আড়তদারী কারবার, পাইকারী ও চালানি কাজ, রোকড়ের কাজ ও সুদী কাজ, দালালী কার্য্য, শিল্পকার্য্য, পেটেণ্ট জিনিসের কার্য্য, রেলের মালের বিবরণ ও মোকামের বিবরণ প্রভৃতি ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীর অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক কথায় ব্যবসা করিতে হইলে যে যে বিষয় শিখিবার ও বুঝিবার দরকার, তাহা এই পুস্তকে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীমাত্রেরই এই পুস্তক কোন না কোন প্রয়োজনে লাগিবেই। আমরা পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট "পোষ্ট লক্ষ্মীসরাই, জেলা মুঙ্গের" এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

বৰ্দ্ধমান জেলার একমাত্র মুখপত্র "বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী" সন ১৩১৮ সালে ২৪শে কাৰ্ত্তিক কি লিখিতেছেন দেখুন :—

"লক্ষ্মীসরাইএর সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত—"মহাজন-সখা" একখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী

হইলাম। ইহাতে সকল প্রকার ব্যবসার সম্বন্ধে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আজকাল অনেক ভদ্রসন্তান লাভের আশায় নূতন নূতন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকস্থলেই অকৃতকার্য্য হইতেছেন। আমরা প্রত্যেক দোকানদারকেই মহাজন-সখা বহিখানা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

রত্নাকর।

আসানসোলের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র "রত্নাকর" সন ১৩১৮ সালে ৫ই ফাল্গুনে কি লিখিতেছেন দেখুন :—

মহাজন-সখা বা ব্যবসা শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক, শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত।— অদ্যাবধি এরূপ ধরণের সুন্দর পুস্তক খুব কমই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবসায়ের কুটতত্ত্ব শিখিবার অমোঘ সুযোগ। এই পুস্তক পাঠে ব্যবসা-শিক্ষার্থীগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। গ্রন্থেই গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা, ব্যবসাপ্রণালী, ব্যবসার নীতি, ব্যবসার কুটতত্ত্বের পরিচয় পাইলাম। সাধারণের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। ভাষার পারিপাট্য না থাকিলেও ইহা চলিত সরল ভাষায় রচিত হইয়াছে। পুস্তকের যেরূপ গুরুত্ব তাহাতে মূল্য সুলভ বলিয়াই বোধ হইল! মূল্য ১৲ একটাকা। আমরা সাধারণকে এই পুস্তক ক্রয় করিতে উপদেশ দিতেছি, কারণ তাঁহাদের টাকা জলে পড়িবে না (প্রাপ্তিস্থান—লক্ষ্মাসরাই)।

মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী।

সন ১৩১৮ সাল ৩রা ফাল্গুনে কি লিখিতেছেন দেখুন :—

"মহাজন-সখা বা ব্যবসাশিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক। শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ব্যবসাসংক্রান্ত উপদেশগুলি প্রকৃতই ব্যবসাদারদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই পুস্তকখানি সকলেই পাঠ করিয়া উপদেশমত ব্যবসা করিলে বিশেষ উপকার হইবে।"

হিন্দুরঞ্জিকা।

রাজসাহী জেলার সাপ্তাহিক মুখপত্র "হিন্দুরঞ্জিকা" সন ১৩১৮ সালের ২৮শে ফাল্গুন কি লিখিতেছেন, দেখুন ঃ—

মহাজন-সখা—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তকে কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা কোন্ স্থানে কিরূপভাবে রপ্তানি করিতে হয়, ইত্যাদি বাণিজ্য-সংক্রান্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বেশ সুশৃঙ্খল-ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। প্রতি ব্যবসায়ীর একখানা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমরা এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুলপ্রচার প্রার্থনা করি।

বীরভূম-বার্ত্তা।

বীরভূম জেলার একমাত্র সাপ্তাহিক মুখপত্র **'বীরভূমবার্ত্তা'** **সন** ১৩১৮ সালের ২৭শে মাঘের সংখ্যায় কি লিখিতেছেন, দেখুন ঃ—

মহাজন-সখা। শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। একখণ্ড "মহাজনসখা" আমরা উপহার পাইয়াছি। ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে এখানি সুন্দর নূতন ধরণের পুস্তক। কোন্ কোন্ মোকামে কি কি জিনিস পাওয়া যায় এবং তথাকার মহাজনদিগের নাম কি, কোথায় কিরূপ ওজনে জিনিস ক্রয় বিক্রয় হয়, ইত্যাদি অনেক প্রকার খবরাখবর শেঠ মহোদয় তাঁহার মহাজন-সখাতে প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু রেলপথে কোন্ শ্রেণীর মাল কত মাশুলে প্রেরিত হয় তাহাও দিতে ভুলেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের নিশ্চয়ই বঙ্গবাসী আদর করিবেন। মূল্য ১৲ একটাকা। পুস্তক পাইবার ঠিকানা—পোষ্ট লক্ষীসরাই,—মুঙ্গের।

নোয়াখালী-সম্মিলনী।

পূর্ব্ববঙ্গের সাপ্তাহিক পত্র "নোয়াখালী সম্মিলনী" সন ১৩১৮ সালের ১৪ই ফাল্গুন কি লিখিতেছেন, দেখুন ঃ—

মহাজন-সখা। লক্ষীসরাই—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মহাজন-সখা এক-খণ্ড আমাদের হস্তগত হইল। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। ইহাতে সকল প্রকার ব্যবসা সম্বন্ধে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আজকাল অনেক ভদ্রসন্তান লাভের আশায়

স্থলেই অকৃতকার্য্য হইতেছেন। আমরা প্রত্যেক দোকানদারকেই মহাজন-সখা বহিখানা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

চুঁচুঁড়া-বার্ত্তাবহ।

হুগলি জেলার মুখপত্র—"চুঁচুঁড়া-বার্ত্তাবহ" সন ১৩১৮ সালের ২৬শে কার্ত্তিক তারিখে কি লিখিয়াছেন, দেখুন ঃ—

"মহাজন-সখা"—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মোং লক্ষ্মীসরাই হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১৲ এক টাকা। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। "মহাজন-সখা" মহাজনদিগের একটা মহৎ অভাব পূরণ করিবে—এরূপ আশা করা যায়। ইহাতে ব্যবসার নিয়ম, কূটতত্ত্ব, নানাপ্রকার ব্যবসার কথা, রেলে মাল চালানের নিয়ম ও ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিবরণ প্রভৃতি, গ্রন্থকার মহাশয় অতি সরলভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ব্যবসায়ের যে সকল কূট্‌তত্ত্ব ব্যবসাদারগণ কাহাকেও বলেন না, সেই সকল বিষয় তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য, এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয়ের সহিত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নাই ; তবে জানিতে পারিলাম যে, তিনি চন্দননগরের অধিবাসী এবং বহুদিন যাবৎ লক্ষ্মীসরাইয়ে ব্যবসা করিতেছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ব্যবসায়-কার্য্যে তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা আছে। এরূপ ধরণের পুস্তক নূতন ও পুরাতন ব্যবসাদারদিগের এক একখানি রাখা উচিত।

বরিশাল-হিতৈষী।

পূর্ব্ববঙ্গের নির্ভীক পত্রিকা "**বরিশাল-হিতৈষী**" সন ১৩১৮ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় কি লিখিয়াছেন, দেখুন :—

"মহাজন-সখা"—শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তি-স্থান চন্দননগর ও লক্ষ্মীসরাই। এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য মহৎ। বাঙ্গালী জাতি সবে মাত্র ব্যবসায় প্রবেশ করিতেছে ; তাহাদের গমন-পথ নির্দ্দেশ করিতে এবম্বিধ পুস্তকাবলীর আজ একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা ব্যবসায়ী, তাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে অনেক লাভজনক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। অব্যবসায়ী যাঁহারা, তাঁহারাও এমন অনেক সংবাদ পাইবেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদের

অর্থব্যয় সার্থক মনে হইবে। আমরা লেখক মহাশয়কে আর একটু বিশদ হইতে অনুরোধ করিতেছি।

রঙ্গপুর-দিক-প্রকাশ।

পূর্ব্ববঙ্গের সাপ্তাহিক "রঙ্গপুর-দিক-প্রকাশ" সন ১৩১৮ সালের ২০শে ফাল্গুনে কি লিখিতেছেন, দেখুন :—

আমরা শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত "মহাজন-সখা" একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় অনেক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে বিরত হইয়াছেন। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর বৃহত্তর দেখিতে পাইব। বঙ্গে এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নীহার।

মেদিনীপুরের সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ "নীহার ২৩শে মাঘে কি লিখিতেছেন, দেখুন:—"মহাজন-সখা"—শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সফল হইয়াছে। ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অতি দরকারী তথ্যসকল ইহাতে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবসায়ীমাত্রেই এই বইখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে ব্যবসায়ে উন্নতি অবনতির অতিগূঢ়-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পুস্তকের ভাষা সরল। আমাদের বিশ্বাস, সকলেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। লক্ষ্মীসরাইয়ে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। পুস্তকের মূল্য কছু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূল্যে যত কম হয়, ততই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার সুবিধা হয়।

যশোহর।

পূর্ব্ববঙ্গের "যশোহর" পত্রিকা সন ১৩১৮ সালের ১৯শে ফাল্গুন কি লিখিতেছেন, দেখুন :—"মহাজন-সখা"—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা। কোন্ স্থানে কি মূল্যের জিনিষ পাওয়া যায়, কিরূপে তাহা বিদেশে পাঠাইলে লাভবান্ হওয়া যায়, তাহার বৃত্তান্ত বিশেষভাবে

লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন্ দেশে কি জিনিস পাওয়া যায় ও তথাকার বড় বড় ব্যবসায়ীর নামও উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এই পুস্তক পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

ঢাকা-প্রকাশ।

ঢাকা-জেলার মুখপত্র—"ঢাকাপ্রকাশ" সন ১৩১৮ সালের ২২শে পৌষে কি লিখিয়াছেন, দেখুন ঃ—

"মহাজন-সখা"— শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কলিকাতা ১৪ নং মদন বড়ালের লেন" লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানিতে মহাজনগণের উপকারের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দোকানদার, গোমস্তা প্রভৃতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লেখক যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও বেশ হইয়াছে। এই সকল উপদেশ প্রতিপালন করিলে বাবু দোকানগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে না।